# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০১৫-২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

**www.mora.gov.bd**

# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০১৫-২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

# বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল ধর্মাবলম্বীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমান সরকারেরও লক্ষ্য হলো সকল ধর্মাবলম্বীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হজ কার্যক্রমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বিগত পাঁচ বছরে হজযাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ, চিকিৎসাসেবা ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সূচিত হয়েছে এক নবদিগন্ত। দেশের বিপুল সংখ্যক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসনকল্পে অনুদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়েছে। নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন দেশের কিছু সংখ্যক মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের বিদ্যুৎ ও পানির বিল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে পরিশোধ করা হচ্ছে। এ ছাড়া ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান, শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরি এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় অবদান রেখে চলেছে।

প্রতিবারের মত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বার্ষিক প্রতিবেদন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম এবং উন্নয়ন প্রকল্পের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরবে। এ প্রতিবেদন প্রকাশে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ যাঁরা পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল করার জন্য আমি সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

**অধ্যক্ষ মাতউর রহমান**

# বাণী

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সকল ধর্মের উন্নয়ন এবং একটি অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সকল সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনা, দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সংস্কার, মেরামত, ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, আওতাধীন সংস্থা তথা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ওয়াকফ প্রশাসন, হজ অফিস, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর যাবতীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করাই হচ্ছে এ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত "ইসলামিক ফাউন্ডেশন" এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সংস্থা। এ সংস্থার মাধ্যমে মুসলিম জনগোষ্ঠীর নৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ওয়াক্ফ প্রশাসনেও আইনী অবকাঠামোর মধ্যে আধুনিক পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে ধর্মীয় খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অফিস ও প্রশিক্ষণ একাডেমী পরিচালনার জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল তৈরি এবং আন্তঃধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা হয়েছে।

গত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণী প্রকাশের লক্ষ্যে একটি পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করাই এ প্রকাশনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমি এ প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ।

**মো. আব্দুল জলিল**

অতিরিক্ত সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

# সম্পাদকীয়

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার সফল বাস্তবায়নের নিমিত্ত ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, ধর্মীয় ও নৈতিক মান উন্নয়ন, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার অভিষ্ট লক্ষ্যে একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার ও রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে এবং SDG এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে হজযাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ, চিকিৎসাসেবা ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশে-বিদেশে সর্বমহলে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের হজ কার্যক্রম প্রশংসিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কার্যক্রমও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা প্রকাশ এবং স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি সকল দপ্তর/সংস্থা হতে সংগ্রহ করে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে এটি ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান-এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান ও উৎসাহ কর্মপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। সম্পাদনা পরিষদকে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মো. আবদুল জলিল এ প্রতিবেদন প্রকাশে যথেষ্ট সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এ প্রতিবেদন। প্রতিবেদন প্রস্তুতে সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্যের কাছেও আমি ঋণী। এ প্রতিবেদন প্রকাশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সময়ের সীমাবদ্ধতায় প্রতিবেদনটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

ফয়েজ আহমেদ ভূঁইয়া

**প্রকাশকাল :**
জুন ২০১৭

**প্রকাশক :**

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

**পৃষ্ঠপোষকতায় :**

অধ্যক্ষ মতিউর রহমান
মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**সার্বিক নির্দেশনায় :**

মো. আব্দুল জলিল, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**সম্পাদনা পরিষদ :**

জনাব ফয়েজ আহমেদ ভূঁইয়া, অতিরিক্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আহবায়ক
জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী, যুগ্মসচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সদস্য
জনাব এ. কে. এম. শহীদুল্লাহ, উপসচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সদস্য
জনাব শেখ শামছুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সদস্য
জনাব মো. আহসান হাবীব, সহকারী সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সদস্য
জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, সহকারী প্রোগ্রামার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সদস্য
জনাব মহ. আব্দুর রশিদ মোল্লাহ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সদস্য
জনাব মোহা. রুহুল আমিন, সিনিয়র সহকারী সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সদস্য-সচিব

**মুদ্রণ :**

**তোহফা এন্টারপ্রাইজ**
**১১০, ফকিরাপুল, আলিজা ভবন (৪র্থ তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০**
**মোবাইল : ০১৭২৬ ২৩০১০০, ০১৬৭৬ ৭৩৫৩২৯**

**স্বত্ব:**

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

# নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মাবলম্বীদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, ধর্মীয় ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

২. ১৯৮০ সালে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের ধর্ম বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের মনিটরিং ও সমন্বয় করছে। এ মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প হল ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ এবং অভিষ্ট লক্ষ্য হল ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত ৭৪টি পদের বিপরীতে ৬১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োজিত আছেন।

৩. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা/দপ্তরসমূহ হল ইসলামিক ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়; হজ অফিস, ঢাকা; বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব; হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট; বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

৪. Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions (Revised up to July 2014) অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২২টি প্রধান কার্যাবলী নির্ধারিত রয়েছে তন্মধ্যে হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুদান প্রদান, ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি অন্যতম।

৫. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রয়োগযোগ্য The Mussalman Wakf Validating Act, 1913 (Act No. VI of 1913); Waqf Validating Act, 1930 (Act. No. xxxii of 1930); The Waqf Ordinance, 1962; The Islamic Foundation Act. 1975; The Zakat Fund Ordinance, 1982; The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983; The Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983; The Christian Religious Welfare trust Ordinance, 1993; The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986, ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৬ নং আইন); ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫নং আইন) ১১টি আইন/অধ্যাদেশ রয়েছে।

৬. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ২৯৮.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে। প্রকল্পগুলো হলো মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা (৬ষ্ঠ পর্যায়) কার্যক্রম প্রকল্প, মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প, ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (১ম পর্যায়) প্রকল্প। তাছাড়া ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৯০৬২.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে সমগ্র দেশের ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর অতিরিক্ত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ১৩টি অনুমোদিত নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৭. ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা, কিশোর-কিশোরীদের কুরআন শিক্ষা এবং বয়স্কদের স্বাক্ষরজ্ঞানসহ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান; শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; বিভিন্ন গবেষণা ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা এবং বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন, দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান; ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে আর্থিক সহায়তা প্রদান; হজ প্যাকেজ ঘোষণা, জাতীয় হজ ও ওমরাহ্ নীতির সংশোধন/হালনাগাদ, হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন, হজ নির্দেশিকাসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ, অসুস্থ হজযাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান; ওয়াক্‌ফ এস্টেট চিহ্নিতকরণ, কমিটি গঠন, মোতাওয়াল্লি নিয়োগ, ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায়, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অডিট এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উন্নয়ন, যাকাত সংগ্রহ ও যাকাত গ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন এবং দরিদ্র মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

৮. ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা; সামাজিক সচেতনতা ও ধর্মীয় জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে মানসম্মত ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ; ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান; হজ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের মাধ্যমে হজযাত্রীদের সেবার মান বৃদ্ধি; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন এবং দুঃস্থ পুনর্বাসনের অনুদান প্রদান; ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি; যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের মাধ্যমে যাকাত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ; ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেমের প্রবর্তন; সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনলাইন সেবা এবং সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে সেবাসমূহের তালিকা প্রণয়ন; কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন; বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন; সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ; ওয়েবসাইট তথ্য সমৃদ্ধ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৯. ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে ১৫টি প্রকাশনা/কার্যক্রমসহ সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে।

১০. ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট' জারি হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও তত্ত্বাবধানের জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। উক্ত বোর্ডে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হলেন চেয়ারম্যান। বোর্ড অব গভর্নরস এর সিদ্ধান্ত এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিরসনের কার্যক্রম, ধর্মীয় প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ, ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম গ্রহণসহ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এছাড়াও জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপনের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন সমগ্র দেশে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারি অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশের ৭টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয়, আর্ত-মানবতার সেবায় ৪০টি ইসলামিক মিশন হাসপাতাল পরিচালনা, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং চলমান ২টি প্রকল্পের মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

১১. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় দেশের প্রাচীনতম অন্যতম প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৪ সালের 'বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্ট' এর অধীনে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ২৯৬টি ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত করা হয়, ৩১১টি ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লি নিয়োগ করা হয়। ২,৩১০টি ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় ও ব্যয়ের অডিট করা হয়। ৬,৫৩,২২,২৪৮/- টাকা ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় করা হয়, ৪০টি ওয়াক্ফ এস্টেটের অবৈধ দখলদারদের ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ৪৮টি ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ৬টি ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তির উন্নয়ন ও আয়-ব্যয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

১২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিভিন্ন সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উন্নততর হজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-১৪৩৭ হিজরী/২০১৬ খ্রি. প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯৭ সালে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার আশকোনায় স্থায়ী হজ অফিসসহ হজ ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। বছরব্যাপী হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধনসহ যেকোন ধরনের তথ্য সরবরাহ করার জন্য ২০১৬ সালে 'হজ কল সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে এবং ওয়েব চ্যাট, স্কাইপি, ই-মেইল ও সাপোর্ট টিকেট এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল জেলা কার্যালয় এবং হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকায় প্রাক-নিবন্ধন করতে পারছেন এবং হজ সম্পর্কিত যেকোন তথ্য হজযাত্রী ও সাধারণ জনগণ খুব সহজে জানতে পারছেন। ১৪৬৪টি হজ এজেন্সির মালিক ও তাদের প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১,০৬,৭৫৮ জনকে পবিত্র হজের জন্য সৌদি আরবে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরবের মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনার মূল কাজ সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত হাজীদের আবাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাসহ যথাসময়ে সৌদি আরব গমন, বাংলাদেশে ফেরত এবং যথাসময়ে মক্কা ও মদিনায় যাতায়াত নিশ্চিতকরণ, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রেরিত হাজীদের সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের আবাসন পরিদর্শন এবং হজের সময়ে পবিত্র মক্কা, মদিনা এবং জেদ্দায় স্থায়ী ক্লিনিক স্থাপন করে সম্মানিত হজ যাত্রীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

১৩. বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠির ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে ৬৮নং অধ্যাদেশবলে 'হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ প্রতিবিধান; হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান; হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের সুদ, দান ও অনুদান এবং ট্রাস্টিবোর্ড অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল পরিচালনা করা হচ্ছে। হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থদের মধ্যে অনুদান বাবদ ২০০৯ ডিসেম্বর হতে ২০১৩ পর্যন্ত ৬,৩১৮টি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ৫,২৩,৮০,৬০০/- টাকা বিতরণ এবং এ ট্রাস্ট হতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে অনুদান হিসেবে ৮৪,২৩,৫০০/- টাকা বিতরণ করা হয়। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তায় ২০০৯ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ৭ কোটি টাকা দেশের বিভিন্ন পূজামন্ডপে বিতরণ করা হয়। কল্যাণ ট্রাস্টের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসবসমূহ পালন করা হয়। হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্দিরভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয় এবং ২৯৬০ জন ধর্মীয় নেতাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৪. বাংলাদেশের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও লালন-পালন তথা বৌদ্ধ ধর্মের উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ বলে 'বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রাস্ট অধ্যাদেশ -এর ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী (ক) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সর্বপ্রকার ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা (খ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণে অর্থ সাহায্য প্রদান (গ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা

করা এবং (ঘ) উপর্যুক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যসম্পাদন করাই ট্রাস্টের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৭.০ কোটি টাকা। ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনমূলে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টিবোর্ড পুনর্গঠন করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনালয়ের সংস্কার ও মেরামত এবং ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ৭০(সত্তর) লক্ষ টাকার বিশেষ অনুদান দেশের ৪৩০টি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। ১২ জন দুঃস্থ গৃহী ও ৬ জন বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ মোট ১৮ জনকে ২ লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ে ''শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবরদান'' সহ অন্যান্য ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব যথাযথভাবে পালন করা হয়। বৌদ্ধ শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ''প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা'' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় ১০০টি বৌদ্ধ বিহারে ১০০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে দুই হাজার বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। তৃণমূল পর্যায়ে ১০০ জন বৌদ্ধ মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৫. ১৯৮৩ সালে খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয়ে অধ্যাদেশ জারি করা হয়। অধ্যাদেশ জারির ২৬ বছর পর বর্তমান সরকারের বিগত মেয়াদে ৫ নভেম্বর ২০০৯ সালে বহু প্রত্যাশিত 'খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করা হয়। সরকার ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ কোটি টাকার Endowment তহবিল ছাড়পূর্বক ট্রাস্টের নামে ১টি স্থায়ী আমানত গঠন করেছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৫৬টি চার্চকে ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মেরামত, সংস্কার, নির্মাণ, মাটিভরাট ও কবরস্থানের বাউন্ডারী নির্মাণের জন্য অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া সকল ধর্মীয় উৎসব ও জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়।

১৬. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে ২৫১,৮৭,০০,০০০/- টাকা এবং অনুন্নয়ন খাতে ১৭৫,৯৫,১০,০০০/- টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়।

# সূচিপত্র


| ক্রমিক | বিষয়াবলি | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১. | **মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি** | ০১ |
| ১.১ | ভূমিকা | ০১ |
| ১.২ | রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission) | ০১ |
| ১.৩ | জনবল | ০২ |
| ১.৪ | আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা | ০২ |
| ২. | **মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী** | ০৩ |
| ৩. | **অনুবিভাগভিত্তিক কার্যাবলী** | ০৪ |
| ৩.১ | প্রশাসন ও হজ অনুবিভাগ | ০৪ |
| ৩.১.১ | প্রশাসন অধিশাখা | ০৪ |
| ৩.১.১.১ | প্রশাসন-১ শাখার কার্যাবলী | ০৪ |
| ৩.১.১.২ | প্রশাসন-২ শাখার কার্যাবলী | ০৫ |
| ৩.১.২ | হজ অধিশাখা | ০৭ |
| ৩.১.২.১ | হজ শাখার (হজ-১ ও হজ-২) কার্যাবলী | ০৭ |
| ৩.১.৩ | অনুদান ও বাজেট অধিশাখা | ০৭ |
| ৩.১.৩.১ | অনুদান শাখার কার্যাবলী | ০৭ |
| ৩.১.৩.২ | বাজেট শাখার কার্যাবলী | ০৯ |
| ৩.১.৩.৩ | হিসাব শাখার কার্যাবলী | ১১ |
| ৩.১.৪ | আইসিটি শাখার কার্যাবলী | ১১ |
| ৩.২ | উন্নয়ন ও সংস্থা অনুবিভাগ | ১২ |
| ৩.২.১ | পরিকল্পনা-১ শাখার কার্যাবলী | ১২ |
| ৩.২.২ | পরিকল্পনা-২ শাখার কার্যাবলী | ১৩ |
| ৩.২.৩ | সংস্থা অধিশাখা | ১৩ |
| ৩.২.৩.১ | সংস্থা শাখার কার্যাবলী | ১৩ |
| ৩.২.৪ | দেবোত্তর ও অডিট শাখার কার্যাবলী | ১৪ |
| ৩.২.৫ | আইন শাখার কার্যাবলী | ১৪ |
| ৪. | **আইন ও অধ্যাদেশ** | ১৪ |
| ৫. | **উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি** | ১৫ |
| ৫.১ | মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা (৬ষ্ঠ পর্যায়) কার্যক্রম প্রকল্প | ১৫ |
| ৫.২ | মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প | ১৬ |
| ৫.৩ | মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প | ১৬ |
| ৫.৪ | ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প | ১৬ |
| ৫.৫ | প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প | ১৭ |
| ৬. | **২০১৫-১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী** | ১৭ |
| ৭. | **২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা** | ১৮ |
| ৮. | **তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের বিবরণ** | ১৯ |
| ৯. | **সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি/সিটিজেন চার্টার** | ২০ |
| ৯.১. | প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ | ২০ |
| ৯.১.১. | নাগরিক সেবা | ২০ |
| ৯.১.২. | প্রাতিষ্ঠানিক সেবা | ২২ |
| ৯.১.৩. | অভ্যন্তরীণ সেবা | ২৪ |
| ৯.১.৪. | আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা কার্যক্রমের বিবরণ | ২৫ |
| ৯.২. | আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা | ২৫ |
| ৯.৩. | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) | ২৫ |

| ক্রমিক | বিষয়াবলি | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১০. | **আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে বিবরণ** | ২৬ |
| ১০.১ | **ইসলামিক ফাউন্ডেশন** | ২৬ |
| ১০.১.১. | ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি | ২৬ |
| ১০.১.২. | বোর্ড অব গভর্নর | ২৭ |
| ১০.১.৩. | সাংগঠনিক কাঠামো | ২৭ |
| ১০.১.৪. | তহবিল | ২৭ |
| ১০.১.৫. | ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর রূপকল্প (Vision) | ২৭ |
| ১০.১.৬. | ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর অভিলক্ষ্য (Mission) | ২৭ |
| ১০.১.৭. | ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী | ২৭ |
| ১০.১.৮. | **২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের আলোকচিত্র/ছবি** | ৩০ |
| ১০.১.৯. | সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিরসনে বাস্তবায়িত কার্যক্রম | ৩০ |
| ১০.১.১০. | তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা, ও মোবাইল নম্বর | ৩৪ |
| ১০.১.১১. | তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রদত্ত তথ্যের সংখ্যা | ৩৪ |
| ১০.২ | **বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়** | ৩৪ |
| ১০.২.১. | বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন পরিচিতি | ৩৪ |
| ১০.২.২. | ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলী | ৩৫ |
| ১০.২.৩. | গুরুত্বপূর্ণ অর্জন | ৩৬ |
| ১০.২.৪. | তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রদত্ত তথ্যের সংখ্যা | ৩৬ |
| ১০.৩ | **হজ অফিস, ঢাকা** | ৩৭ |
| ১০.৩.১. | হজ অফিসের পরিচিতি | ৩৭ |
| ১০.৩.২. | ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী | ৩৮ |
| ১০.৩.৩. | জাতীয় হজনীতি | ৩৯ |
| ১০.৩.৪. | হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি | ৩৯ |
| ১০.৩.৫. | রেকর্ড সংখ্যক হজযাত্রী | ৪১ |
| ১০.৩.৬. | তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর | ৪২ |
| ১০.৪ | **বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব** | ৪২ |
| ১০.৪.১. | বাংলাদেশ প্লাজা, জেদ্দা হজ টার্মিনাল | ৪২ |
| ১০.৪.২. | বেসরকারি হজ ও ওমরাহ এজেন্সি | ৪৩ |
| ১০.৪.৩. | হজযাত্রীদের আবাসন | ৪৩ |
| ১০.৪.৪. | রাজকীয় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি | ৪৩ |
| ১০.৫ | **হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট** | ৪৪ |
| ১০.৬ | **বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট** | ৪৬ |
| ১০.৭ | **খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট** | ৫০ |
| ১১. | **ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট** | ৫১ |
| ১১.১ | **অনুন্নয়ন বাজেট** | ৫১ |
| ১১.২ | **উন্নয়ন বাজেট** | ৫২ |
| ১২. | **তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা** | ৫২ |
| ১৩. | **ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নাম, পদবী, কর্মস্থল, ফোন ও ই-মেইল** | ৫৩ |
| ১৪. | **উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের আলোকচিত্র** | ৫৪ |
| ১৫. | **সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা** | ৬৭ |

# ১। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি

## ১.১: ভূমিকা

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক অধিকার এবং সকল ধর্মাবলম্বীর সমউন্নয়ন নিশ্চিত করে একটি অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর প্রতি সহিংসতারোধে দেশ ইতোমধ্যে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছে। সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ই-হজ ব্যবস্থাপনার আওতায় অনলাইনে হজযাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। হজ ফ্লাইটের তথ্য, মক্কা ও মদিনায় আবাসন, হজ এজেন্টসমূহের সৌদি আরবে ব্যাংক হিসাব খোলা, চিকিৎসা সেবায় কিওস্ক মেশিনের প্রবর্তনসহ প্রতিটি স্তরে ডিজিটাল পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়েছে। এছাড়া ওয়েবসাইট ভিত্তিক আল-কোরআন ডিজিটাল কর্মসূচি বাস্তবায়ন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যতম সাফল্য। উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত হতে অনলাইনে আল-কোরআন পঠন ও শ্রবণ সম্ভব। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাথে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। নাগরিক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ফেইসবুক পেইজ খোলা হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। এ সকল ইনোভেশন টিমের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান ও সেবার মান বৃদ্ধিতে নতুন উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। অতঃপর ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮০ সালে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Religious Affairs) এর যাত্রা শুরু হয়। বিগত ৮ মার্চ, ১৯৮৪ সালে মন্ত্রণালয়টির নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs and Endowment. পরবর্তীতে ১৪ জানুয়ারি, ১৯৮৫ তারিখে উক্ত নাম পরিবর্তন করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ের নাম Ministry of Religious Affairs তথা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় করা হয় ।

১৯৮০ সালে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের ধর্ম বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয় করছে।

## ১.২: রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

**রূপকল্প (Vision) :** ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ।

**অভিলক্ষ্য (Mission) :** ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

## ১.৩ জনবল

| ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | বর্তমানে কর্মরত |
|---|---|---|---|
| ১. | সচিব | ১ | ১ |
| ২. | অতিরিক্ত সচিব | ০ | ১ |
| ৩. | যুগ্মসচিব | ২ | ৩ |
| ৪. | উপসচিব | ৩ | ৪ |
| ৫. | সচিবের একান্ত সচিব | ১ | ১ |
| ৬. | সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব | ৯ | ১ |
| ৭. | সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান | ২ | ১ |
| ৮. | সহকারী প্রোগ্রামার | ২ | ২ |
| ৯. | হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | ১ | ১ |
| ১০. | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ৯ | ৭ |
| ১১. | ব্যক্তিগত কর্মকর্তা | ৬ | ৪ |
| ১২. | সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | ১ | ১ |
| ১৩. | সহকারী হিসাব রক্ষক | ১ | ১ |
| ১৪. | কম্পিউটার অপারেটর | ২ | ১ |
| ১৫. | সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ৬ | ১ |
| ১৬. | অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ৩ | ২ |
| ১৭. | ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর | ৪ | ২ |
| ১৮. | ক্যাশিয়ার | ১ | ১ |
| ১৯. | ফটোকপি অপারেটর | ১ | ১ |
| ২০. | ক্যাশ সরকার | ১ | ১ |
| ২১. | অফিস সহায়ক | ১৭ | ১৫ |
| | **সর্বমোটঃ** | **৭৪** | **৬১** |

## ১.৪ আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন
- বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়
- হজ অফিস, ঢাকা
- বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

## ২. মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী

Allocation of business among the different ministries and divisions (Revised up to july 2014) অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

১। ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য আন্তর্জাতিক কর্মসূচি।

২। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ধর্ম বিষয়ক সংস্থা এবং সভায় অংশগ্রহণ।

৩। ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রকাশনা উন্নয়ন।

৪। ধর্মীয় দাতব্য ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়াদি।

৫। ধর্ম বিষয়ক জাতীয় সংস্থাসমূহ এবং উহাদের জন্য সহায়ক অনুদান।

৬। ধর্মীয় সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ধর্মীয় কার্যাবলী সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়াদি।

৭। হজনীতি, হজ প্রশাসন এবং তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত বিষয়াদি।

৮। ওয়াক্ফ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

৯। চাঁদ দেখা সংক্রান্ত বিষয়াদি।

১০। গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব উৎযাপন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

১১। ধর্ম এবং ধর্ম বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, পরামর্শ, সেমিনার ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়।

১২। বিদেশ হতে আগত ও বিদেশ গমণকারী ধর্মীয় প্রতিনিধিদল সংক্রান্ত কার্যাবলী।

১৩। ইসলামিক সংহতি তহবিল সংক্রান্ত।

১৪। অন্যান্য দেশের সংগে ধর্ম বিষয়ক চুক্তি, সমঝোতা ও কনভেনশন সংক্রান্ত কার্যাবলী।

১৫। বিশ্ব যুব মুসলিম সম্মেলনে স্থায়ী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়াদি।

১৬। উৎসর্জন বিষয়ক বিষয়াদি।

১৭। আর্থিক বিষয়াদিসহ সচিবালয় প্রশাসন।

১৮। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন সাব-অফিস ও সংস্থাসমূহের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ।

১৯। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং এ মন্ত্রণালয়ে বন্টনকৃত বিষয়াদি সম্পর্কিত অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সঙ্গে সন্ধি এবং চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদির লিয়াজোঁ।

২০। এ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত বিষয়াদির উপর সমুদয় আইন।

২১। এ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত যে-কোন বিষয়ের উপর তদন্ত এবং পরিসংখ্যান।

২২। কোর্টে গৃহীত ফি বাদে এ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত যে-কোন বিষয় সংক্রান্ত ফিসমূহ আদায়।

হজ কার্যক্রম ২০১৬ (১৪৩৭ হিজরী) এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

## ৩। অনুবিভাগভিত্তিক কার্যাবলী

### ৩.১: প্রশাসন ও হজ অনুবিভাগ

### ৩.১.১: প্রশাসন অধিশাখা

### ৩.১.১.১: প্রশাসন-১ শাখার কার্যাবলী

**১. মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ/পদ সৃষ্টি/পদ সংরক্ষণ/পদ বিলুপ্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী ।**

**২. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলী:**

(ক) ১০ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, যোগদান, পদায়ন, বদলি, অব্যাহতি, দাবী, না-দাবী সংক্রান্ত কার্যাবলী, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, এসিআর, পিআরএল, পেনশন, অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরে ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি) ও অন্যান্য ছুটি সংক্রান্ত কার্যাবলী;

(খ) ১১-২০তম গ্রেডের কর্মচারিদের নিয়োগ, যোগদান, বদলি, পদোন্নতি, উচ্চতর গ্রেড (সিলেকশন গ্রেড/ টাইমস্কেল যে নামেই হোক), অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রদান, সার্ভিস বুক হালনাগাদকরণ, এসিআর সংরক্ষণ, অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরে ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি), পিআরএল ও পেনশনসহ যাবতীয় কার্যাবলী;

(গ) কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অনুকূলে অগ্রিম মঞ্জুরি (গৃহ নির্মাণ/মোটর সাইকেল অগ্রীম/কম্পিউটার ক্রয় অগ্রিম) এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি/চূড়ান্ত উত্তোলন সংক্রান্ত কার্যাবলী;

(ঘ) কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের যে কোন ব্যক্তিগত আবেদন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি;

(ঙ) কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের চাকুরী, বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যাবলী;

৩. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের বিদেশ ভ্রমণ এবং প্রটোকল সংক্রান্ত কার্যাবলী (সরকারি দায়িত্ব পালন/প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/উচ্চতর অধ্যয়ন/ব্যক্তিগত কারণে) ।

৪. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত সভা/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অংশগ্রহণ ও মনোনয়ন প্রদান।

৫. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ইনহাউজ প্রশিক্ষণ।

৬. মাননীয় মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল সংক্রান্ত কাজ।

৭. মন্ত্রণালয়ের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ এবং ব্যাংকে পরিচালিত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলতি হিসাবসমূহের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী ।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ইনোভেশন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং আরটিআই/ই-ফাইলিং ও ই-জিপি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ ।

৯. মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন ও ষান্মাসিক বুকলেট প্রস্তুত ও প্রচার।

১০. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় প্রেষণে নিয়োগ/বদলিকৃত ১ম শ্রেণির (ক্যাডার সার্ভিস) কর্মকর্তাগণের যোগদান, পদায়ন, বদলি, অব্যাহতি, দাবী-নাদাবী সংক্রান্ত কার্যাবলী, পিআরএল, পেনশন, অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরে ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি) এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত কার্যাবলী;

১১. বাংলাদেশ হজ অফিস মক্কা/জেদ্দার কাউন্সেলর (হজ)/কনসাল (হজ)/সহকারী হজ অফিসার (মৌসুমী)/উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক পদে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রেষণে নিয়োগ এবং স্থানীয় কর্মচারিদের প্রশাসনিক কার্যাবলী;

১২. হজ অফিস, ঢাকার প্রশাসনিক কর্মকান্ড (পদ সৃষ্টি/আপগ্রেডেশন/নিয়োগ বিধি ইত্যাদি);

১৩. জাতীয় সংসদ ও সমন্বয় বিষয়ক কার্যাবলী:

(ক) জাতীয় সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা/চাহিদা অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে মতামত/রিপোর্ট প্রেরণ ।

(গ) মাসিক সমন্বয় সভা ও বিভিন্ন বিষয়ক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী।

### ৩.১.১.২: প্রশাসন-২ শাখার কার্যাবলী

১. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের প্রাধিকার অনুযায়ী স্টেশনারী পণ্য সামগ্রী ও আসবাবপত্র ক্রয়/সরবরাহ এবং ক্রয়কৃত স্টেশনারী পণ্যসামগ্রী/আসবাবপত্রের স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ।

২. বিভিন্ন দপ্তর/শাখার চাহিদার প্রেক্ষিতে বিজি প্রেস হতে বিভিন্ন ফরম ছাপানো/স্টেশনারী পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ, স্টোর রুমে সংরক্ষণ, স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ এবং বিতরণ।

৩. মন্ত্রণালয়ের ফটোকপিয়ার/ফ্যাক্স/কম্পিউটার ক্রয় এবং এ সংক্রান্ত টোনার/যন্ত্রাংশ ক্রয়/মেরামত, সরবরাহ এবং স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ।

৪. ব্যবহার অনুপোযোগী আসবাবপত্র/ফটোকপিয়ার/ফ্যাক্স/কম্পিউটার এবং এ সংক্রান্ত টোনার/যন্ত্রাংশ ইত্যাদি অকেজো ঘোষণা সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৫. মন্ত্রণালয়ের ২০তম গ্রেডের কর্মচারিদের লিভারিজ প্রদান।

৬. মন্ত্রণালয়ের ১০, ১১ থেকে ২০ তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অনুকূলে মন্ত্রণালয়ের কোটাভুক্ত বাসা বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৭. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক/আবাসিক টেলিফোন মঞ্জুরি/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও টেলিফোনের খাত পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৮. মাননীয় মন্ত্রী, সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিবগণের প্রাধিকারভুক্ত/লাইব্রেরির পত্রিকার বিল পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৯. মন্ত্রণালয়ের যানবাহন ক্রয়/মেরামত/জ্বালানি বিল পরিশোধ/অকেজো ঘোষণা/অকেজো ঘোষিত যানবাহন বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী।

১০. মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের স্থায়ী/অস্থায়ী প্রবেশপত্র ইস্যু সংক্রান্ত কার্যাবলী;

১১. মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার যানবাহনের স্টিকার সংক্রান্ত কার্যাবলী।

১২. মন্ত্রণালয়ের অফিসের জন্য স্থান বরাদ্দ ও অফিস কক্ষসমূহের পূর্ত কাজ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

১৩. মন্ত্রণালয়ের করিডোরের শোভাবর্ধন সংক্রান্ত কার্যাবলী।

১৪. পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী:

(ক) স্ট্যাম্প ক্রয়, ব্যবহার এবং স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ।

(খ) চিঠিপত্র বিলি বন্টন ও তদারকি।

(গ) অন্যান্য।

১৫. জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব পালন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

১৬. বিদেশী মিশনারীগণের M ক্যাটাগরির ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

১৭. লাইব্রেরি রক্ষণাবেক্ষণ।

### ৩.১.২: হজ অধিশাখা

#### ৩.১.২.১: হজ শাখার (হজ-১ ও হজ-২) কার্যাবলী

১. হজ সংশ্লিষ্ট নীতি, প্যাকেজ, নির্দেশিকা, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত কাজ;

২. হজ সংক্রান্ত সকল চুক্তি/MoU সংক্রান্ত কাজ;

৩. সৌদি আরবে মৌসুমী হজ অফিসার প্রেরণ ও বিভিন্ন টীম প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪. হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে আইটি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এবং এতদ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

৫. হজযাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ঔষধ ও ঔষধ সামগ্রীসহ হজ কাজে ব্যবহৃত যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ও ছাপানো সংক্রান্ত;

৬. হজ শাখার বাজেট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

৭. বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/জেদ্দার যাবতীয় কার্যক্রম;

৮. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত;

৯. বিভিন্ন ব্যাংকে জমাকৃত (হজযাত্রীদের নিকট হতে সংগৃহীত) অর্থের হিসাব/ব্যয় সৌদি আরবে প্রেরণসহ যাবতীয় কার্যক্রম;

১০. হজ শাখা সংশ্লিষ্ট অডিট আপত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

১১. হজ শাখা সংশ্লিষ্ট সংসদের প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম;

১২. হজ ও ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ ও এজেন্সির লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

১৩. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ও যাবতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

১৪. বিভিন্ন হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও অভিযুক্ত এজেন্সী কর্তৃক দাখিলকৃত সকল রীট মামলার বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম ।

### ৩.১.৩: অনুদান ও বাজেট অধিশাখা

#### ৩.১.৩.১: অনুদান শাখার কার্যাবলী

১. মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্ম বিষয়ক এবং দু:স্থদের অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ১০টি খাতের ফরম বিজি প্রেসের মাধ্যমে ছাপানো কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্টদের নিকট বিতরণ প্রক্রিয়া;

**মুসলিম :**

(ক) মসজিদের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-১)।

(খ) ইসলাম ধর্মীয় সংগঠনের জন্য আবেদন (ফরম-৪)।

(গ) ঈদগাহ ময়দান/কবরস্থান সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৭)।

**হিন্দু :**

(ক) হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-২)।

(খ) হিন্দু ধর্মীয় শ্মশানের /প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৮)।

**বৌদ্ধ :**

(ক) বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৫)।

(খ) বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশানের /প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৯)।

**খ্রিষ্টান :**

(ক) খ্রিষ্টান ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৬)।

(খ) খ্রিষ্টান ধর্মীয় সেমিট্রি সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-১০)।

**বিবিধ :**

(ক) দু:স্থ পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৩)।

১. মসজিদ ও মন্দিরের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যের অনুকূলে অনুদান প্রদানের জন্য জিও জারিসহ সকল প্রক্রিয়া;

২. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের কোটায় বর্ণিত ১১টি করে মোট ২২টি খাতে অনুদান প্রদানের জন্য জিও জারিসহ সকল প্রক্রিয়া;

৩. মাননীয় সংসদ সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের ভিত্তিতে বিভাজন/উপযোজন কার্যক্রম প্রক্রিয়া;

৪. দু:স্থ পুনর্বাসন বাবদ অনুদান মঞ্জুরির লক্ষ্যে অগ্রিম উত্তোলন সমন্বয়করণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৫. জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক অনুদান প্রদান বিষয়ক তথ্যাদি প্রেরণ ।

## ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও দুঃস্থ পুনর্বাসনঃ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (শ্মশান) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, খ্রিষ্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গির্জা) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, খ্রিষ্টান ধর্মীয় (সেমিট্রি) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন এবং দু:স্থ মুসলিম ও দু:স্থ হিন্দু পুনর্বাসন-এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। নিম্নে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের খাতওয়ারী বরাদ্দ দেয়া হলঃ

### মসজিদ সংস্কার ও মেরামত

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মসজিদের অনুকূলে ১১,২১,৬০,০০০/- (এগার কোটি একুশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

### ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য সাহায্য মঞ্জুরি

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,৮৪,৭৫,০০০/- (এক কোটি চুরাশি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

### ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ঈদগাহ/কবরস্থানের অনুকূলে ১,৪৯,৫৫,০০০/- (এক কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

### হিন্দু ধর্মীয় মন্দির সংস্কার ও মেরামত

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মন্দিরের অনুকূলে ১,৭০,০০,০০০/- (এক কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

### হিন্দু ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে শ্মশানের অনুকূলে ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

### বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩৬,০০,০০০/- (ছত্রিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

### বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

### খ্রিষ্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গির্জা) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে গির্জার অনুকূলে ১৪,৫০,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

### খ্রিষ্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সেমিট্রি) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সেমিট্রির অনুকূলে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

### দু:স্থ মুসলিম পুনর্বাসন

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে দু:স্থ মুসলিম পুনর্বাসনের জন্য ৩,৯৯,১০,০০০/- (তিন কোটি নিরানব্বই লক্ষ দশ হাজার) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

### দু:স্থ হিন্দু পুনর্বাসন

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে দুঃস্থ হিন্দু পুনর্বাসনের জন্য ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

## ৩.১.৩.২: বাজেট শাখার কার্যাবলী

১. মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

২. মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

৩. সচিবালয় এবং আওতাধীন দপ্তর /সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ ;

৪. রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত ও সকল তথ্য আইবাস-এ এন্ট্রি;

৫. রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন;

৬. আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য বাজেট বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন;

৭. রাজস্ব আহরণ ও অর্থ ছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৮. পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and non-financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা;

৯. প্রধান কর্মকর্তা নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

১০. অর্থ বিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১১. পুনঃউপযোজনসহ মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

১২. অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব (প্রয়োজন হলে) পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

১৩. অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা;

১৪. বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সংগতি সাধন;

১৫. মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ;

১৬. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

১৭. বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা;

১৮. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুফকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

১৯. আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন;

২০. আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

২১. বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা;

২২. নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপসনালয়ের মাসিক ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবং মাসিক ২০,০০০ (বিশ হাজার) গ্যালন পানির বিলে রেয়াত প্রদান ;

২৩. ওআইসিভুক্ত প্রতিষ্ঠান International Islamic Fiqah Academy (IIFA) এবং Islamic Solidarity Fund (ISF)-এ বাৎসরিক চাঁদা প্রদান; এবং

২৪. বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

### ৩.১.৩.৩: হিসাব শাখার কার্যাবলী

১. সকল কর্মচারিদের বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য ভাতাদির বিল প্রস্তুতকরণ ও সি.এ.ও. অফিসে প্রেরণ।

২. সৌদি আরবে হজ কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন দলের (প্রতিনিধি, প্রশাসনিক, চিকিৎসক, টেকনিক্যাল, সহায়তাকারী ও রাষ্ট্রীয় খরচে হজ) সদস্যদের টিএ/ডিএ বাবদ অগ্রিম প্রদানের বিল প্রস্তুতকরণ ও অগ্রিমের সমন্বয়।

৩. মন্ত্রণালয়ের ৯ম থেকে তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারিদের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিলের আর্থিক জিও জারি, বিল প্রস্তুত করে সি.এ.ও. অফিসে প্রেরণ ও সমন্বয়।

৪. অনুদানের চেক ইস্যু ও প্রেরণ, অনুদানের ব্যাংক হিসাবের (দুঃস্থ মুসলিম ও হিন্দু) ক্যাশ বই সংরক্ষণ এবং অনুদানের বিল প্রস্তুত সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৫. সরবরাহ ও সেবা, মেরামত ও সংরক্ষণ, অবসর ভাতা ও আনুতোষিক, সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়, সরকারি কর্মচারিদের জন্য ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের বিল প্রস্তুতকরণ এবং সি.এ.ও. অফিসে প্রেরণ।

৬. হজ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সময় সৌদি আরবসহ অন্যান্য দেশে ভ্রমণের বিল প্রস্তুতকরণ ও সমন্বয়।

৭. মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশের বাহিরে হজ বাবদ আয় ও ব্যয়ের ক্যাশ বই সংরক্ষণ।

৮. বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/জেদ্দা/মদিনার কাউন্সেলর (হজ), কনসাল (হজ) ও মৌসুমী হজ অফিসারদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার জন্য অডিট টিম গঠন, প্রেরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৯. নন-গেজেটেড কর্মচারিদের ছুটির হিসাব ও বেতন নির্ধারণী প্রস্তুত।

১০. সচিবালয়ের বাজেট প্রস্তুতকরণ ।

১১. ত্রৈমাসিক ব্যয় প্রতিবেদন প্রস্তুত।

১২. সি.এ.ও অফিসের সাথে মন্ত্রণালয়ের মাসিক হিসাবের সংগতি সাধন।

১৩. বাজেট ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন।

১৪. হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কাজ।

### ৩.১.৪: আইসিটি শাখার কার্যাবলী

১. আইসিটি বিষয়ক পত্রাদি গ্রহণ ও প্রেরণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;

২. আইসিটি সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;

৩. ওয়েবসাইট তৈরি, কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও হালনাগাদকরণ;

৪. মন্ত্রণালয়ের নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৫. ইন্টারনেট বিষয়ক সেবা প্রদান;

৬. ই-হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে কারিগরি সহায়তা প্রদান;

৭. মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/শাখায় ব্যবহৃত কম্পিউটার সামগ্রীর ট্রাবল-শুটিং ও সিস্টেম সাপোর্ট;

৮. প্রোগ্রাম প্রণয়ন, ডাটাবেইজ তৈরি ও ব্যবহার;

৯. মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আইসিটি প্রকল্প/কর্মসূচির বিষয়ে পরামর্শ/সহায়তা;

১০. কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়নে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
১১. মন্ত্রণালয়ের ই-নথি ও ই-জিপি সংক্রান্ত কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
১২. কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ ক্রয়ে মতামত ও পরামর্শ প্রদান;
১৩. মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন;
১৪. গ্রহণ ও প্রেরণ ই-মেইল রেজিস্টার, বিভিন্ন সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার এবং ফেইজবুক পেইজ ব্যবহার ও হালনাগাদকরণ;
১৫. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), ও ইনোভেশন (INOVATION) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

## ৩.২ : উন্নয়ন ও সংস্থা অনুবিভাগ

### ৩.২.১: পরিকল্পনা-১ শাখার কার্যাবলী

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অনুমোদিত নতুন/সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
২. নতুন প্রকল্প প্রস্তাবের এ্যাপ্রাইজাল যাচাই, কমিটির কর্মপত্র প্রণয়ন ও সভা আহবান;
৩. যাচাই কমিটির সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের জন্য অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ;
৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি, জনবল নিয়োগ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ;
৫. অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড় সংক্রান্ত;
৬. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত;
৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অনুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকি, পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যাবলী;
৮. মসজিদ/বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের বিষয় সম্পর্কিত কার্যাবলী;
৯. প্রকল্প সংক্রান্ত মতামত প্রদান এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ;
১০. মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান এবং প্রশাসন শাখা কর্তৃক চাহিত বিভিন্ন তথ্যাদি প্রেরণ;
১১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সম্পর্কিত কার্যাবলী;
১২. মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট নির্ধারণের বাজেট শাখা-কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
১৩. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কার্য সম্পাদন;
১৪. বিভিন্ন কর্মসূচি অনুমোদন;
১৫. পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, এস.ডি.জি ইত্যাদি পরিকল্পনার দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা-২ শাখার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা;
১৬. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং আইএমইডি কর্তৃক চাহিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন প্রণয়ন;
১৭. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের SDG সংক্রান্ত কার্যাবলী।

### ৩.২.২: পরিকল্পনা-২ শাখার কার্যাবলী

১. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন, ঢাকা হজ অফিস, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত নতুন/সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
২. নতুন প্রকল্প প্রস্তাবের এ্যাপ্রাইজাল যাচাই, কমিটির কর্মপত্র প্রণয়ন ও সভা আহবান;
৩. যাচাই কমিটির সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের জন্য অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ;
৪. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন, ঢাকা হজ অফিস, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি, জনবল নিয়োগ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ;
৫. অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড়করণ;
৬. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের মনিটরিং এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ;
৭. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন, ঢাকা হজ অফিস, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকি, পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যাবলী;
৮. জাতীয় সংসদ সংক্রান্ত কার্যাবলীর প্রশ্নোত্তর প্রদান;
৯. মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন;
১০. পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও এস.ডি.জি ইত্যাদি পরিকল্পনার দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা-১ শাখার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা;
১১. মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা আহবান, সভার কর্মপত্র প্রণয়ন, সভার কার্যবিবরণী প্রণয়ন ও জারি;
১২. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত;
১৩. উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত রিপোর্টসমূহ প্রদান এবং এনইসি/একনেক সম্পর্কিত সকল কাজ;
১৪. প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ;
১৫. প্রকল্পসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ।

### ৩.২.৩: সংস্থা অধিশাখা

#### ৩.২.৩.১ সংস্থা শাখার কার্যাবলী

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
২. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী।
৩. যাকাত বোর্ড এর যাবতীয় কার্যাবলী।
৪. ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট-এর যাবতীয় কার্যাবলী।
৫. ইসলামিক মিশন-এর যাবতীয় কার্যাবলী।
৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইসলামিক মিশন, যাকাত বোর্ড এবং বায়তুল মোকাররম-এর অর্থ অবমুক্তি।
৭. জমিয়াতুল ফালাহ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স সংক্রান্ত কার্যাবলী।
৮. মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বৃত্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী।
৯. দ্বীনি দাওয়াত সম্পর্কিত কার্যাবলী।
১০. জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী।

১১. ক্বেরাত প্রতিযোগিতা, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, ফিকাহ একাডেমি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১২. হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১৩. বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১৪. খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সংক্রান্ত কার্যাবলী।

### ৩.২.৪: দেবোত্তর ও অডিট শাখার কার্যাবলী

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র প্রাপ্তির পর সভা আহবান এবং কার্যবিবরণী প্রাপ্তির পর সুপারিশসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ।
২. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখাসমূহের অভ্যন্তরীণ অডিট।
৩. দেবোত্তর সম্পত্তির তথ্য সংগ্রহ এবং প্রচলিত আইন/নিয়ম অনুযায়ী দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ/ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলী।
৪. বেহাত হওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত কার্যাবলী।
৫. অডিট সেল গঠন।
৬. অডিট ও দেবোত্তর শাখার বিবিধ বিষয়।

### ৩.২.৫: আইন শাখার কার্যাবলী

১. মন্ত্রণালয়ের মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
২. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্যানেল আইনজীবীদের সাথে সমন্বয় সাধন;
৩. এটর্নি জেনারেল অফিসের সাথে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক যোগাযোগ;
৪. আইন, বিধি, অধ্যাদেশ ও নীতিমালার উপর মতামত প্রদান;
৫. আইন সংক্রান্ত বিবিধ কার্যাবলী;
৬. মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিদ্যমান অর্ডিন্যান্স আইনে রূপান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী।

## ৪. আইন ও অধ্যাদেশ

**ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রয়োগযোগ্য আইন/অধ্যাদেশ ইতোমধ্যে সংশোধন ও পরিমার্জন করে আপডেট করা হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপঃ**

- The Mussalman Wakf Validating Act, 1913 (Act No. VI of 1913);
- Wakf Validating Act, 1930 (Act. No. xxxii of 1930);
- The Waqfs Ordinance, 1962;
- The Islamic Foundation Act. 1975;
- The Zakat Fund Ordinence, 1982;
- The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983;

- The Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983;
- The Christian Religious Welfare trust Ordinance, 1993;
- The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986
- ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৬নং আইন);
- ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫নং আইন)।

উপরোক্ত আইনগুলো ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের www.mora.gov.bd ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে এবং উক্ত ওয়েবসাইট থেকে যেকোন ব্যক্তি ডাউনলোড করতে পারবে।

### Islamic Foundation (Amendment) Act 2013.

চট্টগ্রাম জমিয়াতুল ফালাহ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স এর ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত করার লক্ষ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গৃহীত হওয়ার পর আইনটি গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রি. তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। আইনটি ২০১৩ সনের ১০ নং আইন।

## ৫. উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি

### ৫.১: মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম–৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্প

"মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম" প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ প্রকল্প। জানুয়ারি ১৯৯৩ সাল থেকে শুরু হয়ে ধারাবাহিকভাবে ৬ষ্ঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। বর্তমানে ''মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম'' (প্রকল্প)-এর মাধ্যমে দেশের মসজিদের ইমামগণ মসজিদ কেন্দ্রে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা, অংক, ইংরেজি, আরবি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোট ৮ বছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ৫৫ লক্ষ ২০ হাজার, সহজ কুরআন শিক্ষাস্তরে ৩৯ লক্ষ ২৭ হাজার এবং বয়স্ক শিক্ষাস্তরে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬০০ জনসহ সর্বমোট (৫৫২০০০০+৩৯২৭০০০+১৫৩৬০০)=৯৬ লক্ষ ৬০০ জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের নব্য ও স্বল্প শিক্ষা প্রাপ্তদের জন্য জীবনব্যাপী (অব্যাহত) শিক্ষা চর্চা ও বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে ২০৫০টি রিসোর্স সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। গত ৩০/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম(৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্প অনুমোদনকালে প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে ''বাংলাদেশের যেসকল এলাকায় স্কুল নেই সেখানে এ প্রকল্পের আওতায় মসজিদভিত্তিক শিক্ষায় অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে'' মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যারা দেশে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চল, হাওড়-বাওড়, দ্বীপ ও চরাঞ্চল এবং নদী-ভাঙ্গন এলাকাসমূহের মধ্যে যেখানে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসব অঞ্চল/এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রত্যেক উপজেলায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি ২টি করে মোট ১০১০ টি ''এবতেদায়ী মাদ্রাসাভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়''-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা পর্যায়ক্রমে প্রথম শ্রেণি হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আরও উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে "সকল শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন" শীর্ষক টাস্কফোর্স-এর ১৮/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের প্রথম সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিশুদের কুরআন শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি আরবী ভাষা শিক্ষা প্রদানের জন্য মসজিদভিত্তিক শিক্ষায় আরবি ভাষা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রেক্ষিতে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পে আররি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালুর নির্দেশনা বাস্তবায়নে ৩টি পুস্তক মুদ্রণের বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ৮,৪০,০০০ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ৭,৯৮,০০০ জন শিশুকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা, ১৯,২০০ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে স্বাক্ষর জ্ঞান এবং ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৭৭৭ জন বেতনভিত্তিক এবং ৫৩,৬৮২ জন সম্মানীভিত্তিতে জনবল নিয়োজিত রয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ২৫৫৭৬.০০/- লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

### ৫.২: মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর একটি অন্যতম প্রকল্প। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছর থেকে শুরু হয়ে বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। সমাজে জনগণের মধ্যে পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ইসলামি পুস্তকসহ অন্যান্য পুস্তকের পাঠ অভ্যাস গড়ে তোলা, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, ইসলামের ইতিহাস, আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। জুলাই/২০১২ থেকে জুন/২০১৭ পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদী মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং উক্ত অর্থবছরে ৫০০টি মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

### ৫.৩: মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় প্রকল্প

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৭ মেয়াদে ৯৯৩১.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় ৫৫০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪,৯৫,০০০ শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৮,৭৫০ জন নিরক্ষর ব্যক্তিকে স্বাক্ষর জ্ঞান এবং ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৩১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ১,৬৫,০০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক এবং ৬,২৫০ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে স্বাক্ষর জ্ঞান এবং ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ২৭৩ জন বেতনভিত্তিক এবং ৫,৭৫০ জন সম্মানীভিত্তিতে জনবল নিয়োজিত রয়েছে।

### ৫.৪: ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

হিন্দু ধর্মীয় নেতা তথা পুরোহিত ও সেবাইতদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য "আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পটি" ২০১৫ সালে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ২৫ হাজার ৬০০ জন পুরোহিত ও সেবাইতকে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৩১৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং উক্ত অর্থবছরে ৫২৫ জন পুরোহিত ও সেবাইতকে ধর্মীয় আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

### ৫.৫: প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রথমবারের মত ২০১৫ সালে পাইলটভিত্তিতে ৫টি জেলায় (চট্টগ্রাম, রাংগামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার) এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্পটির জন্য ৩০২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৯০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ২,০০০ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

**২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিম্নোক্ত ১৩টি অনুমোদিত নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে:**

১। উপজেলাভিত্তিক ১টি করে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অফিস ভবন স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

২। ইসলামিক পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়

৩। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় ও জেলা লাইব্রেরিতে পুস্তক সংযোজন এবং সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ

৪। গোপালগঞ্জ ইসলামিক মিশন স্বাস্থ্যসেবা এবং ইমাম প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স স্থাপন

৫। ৩টি পার্বত্য জেলা ইসলামিক মিশন হাসপাতাল স্থাপন ও সেবা কার্যক্রম প্রকল্প

৬। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

৭। ময়মনসিংহে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি কমপ্লেক্স স্থাপন

৮। জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদের সম্প্রসারণ প্রকল্প

৯। বায়তুল মোকাররম মসজিদ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতায় আনয়ন এবং সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ মসজিদের সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

১০। মন্দিরভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

১১। ঐতিহ্যবাহী পুরাতন মন্দির পুনর্নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার প্রকল্প

১২। মহাতীর্থ লাঙ্গলবন্দের অবকাঠামো নির্মাণসহ পবিত্র মন্দির সংস্কার/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প

১৩। ২০তলা ভিত বিশিষ্ট ২টি বেজমেন্ট ফ্লোরসহ ৫ তলা ওয়াক্ফ ভবনের উর্ধ্বমুখী ৫টি ফ্লোর নির্মাণ প্রকল্প

## ৬. ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- ❒ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, কিশোর-কিশোরীদের কুরআন শিক্ষা এবং বয়স্কদের স্বাক্ষর জ্ঞানসহ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে;
- ❒ শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা;
- ❒ ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ❒ বিভিন্ন গবেষণা ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা এবং বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ❒ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন, দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান এবং ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;

- হজ প্যাকেজ ঘোষণা, জাতীয় হজ ও ওমরাহ্ নীতির সংশোধন/হালনাগাদ, হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন, হজ নির্দেশিকাসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ, অসুস্থ হজযাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে;
- ওয়াকফ এস্টেট চিহ্নিতকরণ, কমিটি গঠন, মোতওয়াল্লী নিয়োগ, ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়, ওয়াক্ফ সম্পত্তি অডিটকরণ এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়ন করা হয়েছে;
- যাকাত সংগ্রহ ও যাকাত গ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- দরিদ্র মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

## ৭. ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা;
- সামাজিক সচেতনতা ও ধর্মীয় জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে মানসম্মত ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ;
- ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- হজ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের মাধ্যমে হজযাত্রীদের সেবার মান বৃদ্ধি;
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন এবং দুঃস্থ পুনর্বাসনে অনুদান প্রদান;
- ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি;
- যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের মাধ্যমে যাকাত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ;
- ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেমের প্রবর্তন;
- সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনলাইন সেবা এবং সেবা প্রক্রিয়া সহজকরণের লক্ষ্যে সেবাসমূহের তালিকা প্রণয়ন;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ;
- ওয়েবসাইট তথ্য সমৃদ্ধ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
- অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিকরণ।

## ৮. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের বিবরণ

**উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ-**

| ক্রম | প্রকাশিত তথ্যের শিরোনাম | বিস্তারিত |
|---|---|---|
| ১। | মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত | মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি, ভিশন ও মিশন, অর্গ্রানোগ্রাম ও জনবল, সিটিজেন চার্টার, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, সাবেক মন্ত্রী ও সচিবগণের তালিকা এবং কর্মরত কর্মকর্তাদের তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি, কার্যাবলী, শাখাসমূহ ও শাখার কার্যাবলী প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ২। | হজ ব্যবস্থাপনা | হজ নির্দেশিকা, হজ প্যাকেজ, জাতীয় হজ ও ওমরাহ্ নীতি, হজ পোর্টাল ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ৩। | অনুদান | মন্ত্রণালয়ের অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান সংক্রান্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট ফরম প্রাপ্তির জন্য ট্রাস্টের ওয়েবসাইটের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। |
| ৪। | বাজেট ও অডিট | চলমান অর্থবছরের বাজেট, বাজেট এমবিএফ, প্রকৃত ব্যয় বিবরণী, অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ৫। | প্রকল্প ও কর্মসূচি | চলমান প্রকল্পসমূহ, প্রাক্কলিত ব্যয়, অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ, প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প যোগাযোগ ও সাম্প্রতিক সাফল্য প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ৬। | আইন ও অধ্যাদেশ | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান আইন, ওয়াক্ফ ও অন্যান্য আইন প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ৭। | কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা | চলমান অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এপিএ টিম, এপিএ সংশ্লিষ্ট পরিপত্র/নীতিমালা প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ৮। | শুদ্ধাচার কার্যক্রম | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, নৈতিকতা কমিটি, শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ৯। | আদেশ/বিজ্ঞপ্তি/প্রজ্ঞাপন | অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি ও দরপত্র নিয়মিত প্রকাশ করা হয়ে থাকে। |
| ১০। | উদ্ভাবনী কার্যক্রম | উদ্ভাবনী কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশিকা, ইনোভেশন টিম, ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা, বাৎসরিক উদ্ভাবনী প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ১১। | প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যাদি | হজ প্যাকেজ, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, বার্ষিক প্রতিবেদন, ষান্মাসিক বুকলেট, বিভিন্ন নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ১২। | অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাদি | সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/নির্দেশিকা, অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য, প্রসেস ম্যাপ এবং অভিযোগ দাখিলের জন্য জিআরএস সিস্টেমের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, তথ্য প্রাপ্তির ফরম ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ১৩। | অভ্যন্তরীণ ই-সেবা | অভ্যন্তরীণ ই-সেবা অংশে প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেম, হজ পোর্টাল, আল-কোরআন ডিজিটাল, অভিযোগ ও পরামর্শ, ওয়েবমেইল ইত্যাদি লিংক স্থাপন করা হয়েছে। |
| ১৪। | আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা | আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ এবং দপ্তর/সংস্থার সাথে যোগাযোগের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ১৫। | সামাজিক যোগাযোগ | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ফেইসবুক পেইজের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং নাগরিক সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে। |

## ৯. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)

### ৯.১. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ:

### ৯.১.১. নাগরিক সেবা

| ক্রম | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ১ | হজ লাইসেন্স প্রদান | (১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন<br>(২) সরোজমিনে তদন্ত/পরিদর্শনের পর পজেটিভ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লাইসেন্স ইস্যু | (১) ট্রেড লাইসেন্স<br>(২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)<br>(৩) ট্রাভেল এজেন্সী সনদ<br>(৪) TIN সনদ<br>(৫) হালনাগাদ আয়কর সনদ<br>(৬) ৪ কপি ছবি<br>(৭) অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র<br>(৮) কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের তালিকা<br>(৯) আসবাবপত্রের তালিকা<br>(১০) যোগাযোগের মাধ্যম | বিনামূল্যে | ৩ মাস | মোহা. রুহুল আমিন<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com |
| ২ | হজ লাইসেন্স নবায়ন | (১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন<br>(২) কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে লাইসেন্স নবায়ন | (১) হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সী সনদ<br>(২) আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র<br>(৩) হজ লাইসেন্সের মুলকপি<br>(৪) নবায়ন ফি জমাদানের চালানের কপি | বিনামূল্যে | ১০ দিন | |
| ৩ | ওমরাহ্ লাইসেন্স প্রদান | (১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন<br>(২) সরোজমিনে তদন্ত/ পরিদর্শনের পর পজেটিভ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লাইসেন্স ইস্যু | (১) ট্রেড লাইসেন্স<br>(২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)<br>(৩) ট্রাভেল এজেন্সী সনদ<br>(৪) TIN সনদ<br>(৫) হালনাগাদ আয়কর সনদ<br>(৬) IATA সনদ<br>(৭) ৪ কপি ছবি<br>(৮) অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র<br>(৯) কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের তালিকা<br>(১০) আসবাবপত্রের তালিকা<br>(১১) যোগাযোগের মাধ্যম | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩ মাস | |
| ৪ | ওমরাহ্ লাইসেন্স নবায়ন | (১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন<br>(২) কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে লাইসেন্স নবায়ন | (১) হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সী সনদ<br>(২) আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র<br>(৩) হজ লাইসেন্সের মুলকপি<br>(৪) নবায়ন ফি জমাদানের চালানের কপি | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩০ দিন | মোহা. রুহুল আমিন<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫ | সরকারিভাবে গমনেচ্ছু হজযাত্রী নিবন্ধন | (১) নির্ধারিত নিবন্ধন ফর্মে আবেদন<br>(২) যাচাই-বাছাই করে নিবন্ধন | (১) ছবি<br>(২) পাসপোর্টের ফটোকপি<br>(৩) প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কপি<br>(৪) টাকা জমা প্রদানের রশিদ | বিনামূল্যে | হজ নীতিমালা অনুযায়ী | |
| ৬ | মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা সংস্কার/ পুনর্বাসন সংক্রান্ত অনুদান প্রদান | (১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন<br>(২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান | স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩ মাস | মো. মোস্তফা কাইয়ুম<br>সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৪৭<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com |
| ৭ | ঈদগাহ, কবরস্থান, শশ্মান, সেমিট্রি সংস্কার/মেরামত/পুনবাসন সংক্রান্ত অনুদান প্রদান | (১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন<br>(২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান | স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩ মাস | |
| ৮ | দুঃস্থ পুর্নবাসনে অনুদান প্রদান | (১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন<br>(২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান | (১) ছবি<br>(২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)<br>(৩) স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩ মাস | |
| ৯ | বিদেশী মিশনারী/ এনজিও কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এম ক্যাটাগরি ভিসা প্রদানের সম্মতি/ছাড়পত্র | প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন | সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩ মাস | মো. আহসান হাবীব<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৪৫৩০৭<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com |
| ১০ | হজ প্যাকেজ ঘোষণা | ওয়েবসাইট, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | নির্ধারিত তারিখ | |

## ৯.১.২. প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

| ক্রম | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ১ | নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন মসজিদ ও অন্যান্য উপসনালয়ের মাসিক ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবং মাসিক ২০ হাজার গ্যালন পানির বিলে রেয়াত প্রদান। | ই-মেইলে ও ডাকযোগে | (১) রেয়াত প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা<br>(২) বিলের কপি | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩ মাস | এস.এম. মনিরুজ্জামান<br>সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৪৫৩০৭<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com |
| ২ | ইসলামিক ফিকাহ একাডেমি এবং সলিডারিটি ফান্ডে চাদা প্রদান। | ই-মেইলে ও ডাকযোগে | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩ মাস | |
| ৩ | ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর পদ সৃজন/সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণ। | ই-মেইলে ও ডাকযোগে | প্রস্তাব অনুমোদনের পর সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয় | বিনামূল্যে | ৩ মাস - ৬ মাস | |
| ৪ | ইসলামিক মিশনের পদ সৃষ্টি/ স্থায়ীকরণ/সংরক্ষণ। | ই-মেইলে ও ডাকযোগে | প্রস্তাব অনুমোদনের পর সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। | বিনামূল্যে | ৩ মাস - ৬ মাস | |
| ৫ | ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট/ আন্দর কিল্লা শাহী জামে মসজিদ/যাকাত ফান্ড-এর পদ সৃজন/সংরক্ষণ স্থায়ীকরণ। | ই-মেইলে ও ডাকযোগে | প্রস্তাব অনুমোদনের পর সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। | বিনামূল্যে | ৩ মাস - ৬ মাস | |
| ৬ | নতুন প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই বাছাইকরণ | ডিপিপি/টিপিপি ফরম্যাটে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাইকরণ | ডিপিপি/টিপিপি | বিনামূল্যে | ৫ - ১০ দিন | শেখ শামছুর রহমান<br>সিনিয়র সহকারী প্রধান<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৭৭২৩৭<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com |
| ৭ | নতুন প্রকল্প প্রস্তাব জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ | প্রকল্পের ডিপিপিসহ অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ | ডিপিপি ও যথাযথভাবে পূরণকৃত ছক | বিনামূল্যে | ১৫ - ২০ দিন | |
| ৮ | নতুন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ | ডাকযোগে | প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ৯ | অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি | ডাকযোগে | অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি ও অনুমোদন আদেশের কপি | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ১০ | অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ | ডাকযোগে | পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১ | অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের বিভাজন আদেশ জারি | ডাকযোগে | অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ১২ | অনুমোদিত প্রকল্পের অর্থ অবমুক্ত | ডাকযোগে | প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ১৩ | ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির অনকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড় | ডাকযোগে | প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ১৪ | এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাপ্ত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে মতামত | ডাকযোগে | প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ১৫ | হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট | হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | মোহা. রুহুল আমিন<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com |
| ১৬ | ভিসার জন্য সকল হজযাত্রীদের ডিও পত্র প্রদান | হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ২০ - ৩০ দিন | |
| ১৭ | হজ ক্যাম্পে হজ মৌসুমে দোকান বরাদ্দ | হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ১ মাস | |
| ১৮ | হজযাত্রীদের তথ্য হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে অর্ন্তভুক্তির জন্য হজ এজেন্সীর মালিক ও প্রতিনিধিদের আইটি প্রশিক্ষণ | হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ১৯ | ধর্মীয় পর্যায়ে সাধারণ/নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা সংক্রান্ত | দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব/ছুটির তালিকা | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | মো. আবুল হাসান<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com |
| ২০ | অডিট আপত্তির ব্রডশীড জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ | নির্ধারিত ফরমেটে | প্রযোজ্য প্রমাণপত্র | বিনামূল্যে | ১৫- ২০ দিন | বেগম হাসিনা শিরিন<br>সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com |

## ৯.১.৩. অভ্যন্তরীণ সেবা

| ক্রম | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ১ | মন্ত্রণালয়ের ৩য়/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের নিয়োগ/পদোন্নতি। | (১) আবেদন<br>(২) DPC 'র সুপারিশ<br>(৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | ১) চূড়ান্ত নির্বাচনের ফলাফল<br>(২) প্রযোজ্যক্ষেত্রে ছাড়পত্র<br>(৩) ACR<br>(৪) DPC 'র সুপারিশ | বিনামূল্যে | ৪- ৬ মাস | মো. আবুল হাসান<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com |
| ২ | ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের পেনশন কেস প্রক্রিয়াকরণ /মঞ্জুরকরণ। | (১) নির্ধারিত পেনশন ফর্মে আবেদন<br>(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | (১) এসএসসি সনদ<br>(২) ছুটির রিপোর্ট<br>(৩) প্রযোজ্য না-দাবী পত্র | বিনামূল্যে | ১৫ - ৩০ দিন | |
| ৩ | মৃত ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিগণের গ্রুপ ইনস্যুরেন্স/ ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত টাকা প্রাপ্তি/আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঋণ মওকুফ। | (১) আবেদন<br>(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যয়নপত্র | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ৪ | অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি/ এলপিআর-এ যাওয়ার জন্য সকল শ্রেণির কর্মকর্তা কর্মচারির আবেদনপত্রের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ/এল পি সি না-দাবিনামা প্রদান। | (১) আবেদন<br>(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | (১) এসএসসি'র সনদ<br>(২) ছুটির রিপোর্ট | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | মো. আবুল হাসান<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com |
| ৫ | ক্যাডার/নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা কর্মচারিগণের পেনশন কেস,বকেয়া পাওনা/নিষ্পত্তিকরণ। | (১) আবেদন<br>(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | (১) এস.এস.সি-ক্ষেত্রে সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট<br>(৩) প্রযোজ্য না-দাবী পত্র | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ৬ | মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের বাসা বরাদ্দ/সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসঙ্গে আবেদন বিবেচনাকরণ। | (১) আবেদন<br>(২) বাসা বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ<br>(৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | বর্তমান মূল বেতন ও স্কেল | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ৭ | সকল শ্রেণির কর্মকর্তা/ কর্মচারিগণের বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুরি | (১) আবেদন<br>(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | প্রযোজ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | মো. আবুল হাসান<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com |
| ৮ | মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেনির কর্মকর্তাদের টেলিফোন ব্যক্তিগতকরণ/ নতুন সংযোগ/ অনুমোদন | (১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন<br>(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ৯ | কর্মচারিদের পাওনা/ লিভারেজ | (১) আবেদন<br>(২) ক্রয় কমিটির সুপারিশ<br>(৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ১৫ - ২০ দিন | |

### ৯.১.৪. আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (www.islamicfoundation.org.bd)
- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় (www.waqf.gov.bd)
- হজ অফিস (www.hajj.gov.bd)
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.hindutrust.gov.bd)
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.buddhistrwtbd.org)
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.crwt.gov.bd)

### ৯.২. আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা

| ক্রমিক নং | প্রতিশ্রুত/কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয় |
|---|---|
| ১ | স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান |
| ২ | যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা |
| ৩ | সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা |

### ৯.৩. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

| ক্রমিক | কখন যোগাযোগ করবেন | কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন | যোগাযোগের ঠিকানা | নিষ্পত্তির সময়সীমা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে | অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) | জনাব মীর মো. নজরুল ইসলাম<br>যুগ্মসচিব<br>ফোনঃ +৮৮০২-৯৫১২২৩৯<br>ই-মেইলঃ moragovbd@gmail.com<br>ওয়েবঃ www.mora.gov.bd | তিন মাস |
| ২ | অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে | আপিল কর্মকর্তা | জনাব মো. শহিদুজ্জামান<br>অতিরিক্ত সচিব<br>ফোনঃ +৮৮০২-৯৫১২২৬০<br>ই-মেইলঃ moragovbd@gmail.com<br>ওয়েবঃ www.mora.gov.bd | এক মাস |
| ৩ | আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল | অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র<br>৫ নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা<br>ওয়েব: www.mora.gov.bd | তিন মাস |

## ১০ : আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের বিবরণ

### ১০.১ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

### ১০.১.১ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। সুপ্রাচীনকাল থেকে এ দেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের লালন ও চর্চা হয়ে আসছে। ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট' জারি হয়। ইসলামের এই সমুন্নত আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(ক) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমি ও ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(খ) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমি ও ইন্সটিটিউট এবং সমাজসেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দেয়া;

(গ) সংস্কৃতি, চিত্ত, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা;

(ঘ) ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;

(ঙ) ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো এবং জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেগুলির সুলভ প্রকাশনা ও বিলি-বণ্টনকে উৎসাহিত করা;

(চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা;

(ছ) ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;

(জ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;

(ঝ) ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাতে সহায়তা করা;

(ঞ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা;

(ট) বায়তুল মোকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি বিধান করা এবং

(ঠ) উপরোক্ত কার্যাবলীর যে কোনোটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বা আপতিক সকল কাজ সম্পাদন করা।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারি অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশের ৭টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয়, আর্ত-মানবতার সেবায় ৪০টি ইসলামিক মিশন, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং চলমান ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

### ১০.১.২ : বোর্ড অব গভর্নরস

ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও তত্ত্বাবধানের জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'বোর্ড অব গভর্নরস' রয়েছে। উক্ত বোর্ডে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী-চেয়ারম্যান। বোর্ডের অন্যান্য গভর্ণর হলেন, সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ জন মাননীয় সংসদ সদস্য, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ভাইস-চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ফাউন্ডেশনের সদস্যদের মধ্য হতে সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত ৩ জন ব্যক্তি, বাংলাদেশের প্রখ্যাত মুসলিম পন্ডিত ও ধর্মীয় তাত্ত্বিকদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ ব্যক্তি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক পদাধিকার বলে বোর্ড অব গভর্ণরস এর সদস্য-সচিব।

### ১০.১.৩ : সাংগঠনিক কাঠামো

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট, ১৯৭৫ এর ৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বোর্ড অব গভর্নরসের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত। কার্য সম্পাদনে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ১ জন সচিব (যুগ্মসচিব), প্রেষণে নিয়োজিত ১৪ জন পরিচালক, ৩ জন প্রকল্প পরিচালক এবং ১ জন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (প্রেস) কাজ করছেন।

#### জনবলঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রাজস্ব খাতে ১৪৭৪ এবং উন্নয়ন খাতে ৬৮১ জন, সর্বমোট ২১৫৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি কর্মরত ছিল । এছাড়া সম্মানী ভাতারভিত্তিতে ৫৩,৬৮৩ জন কর্মচারি উন্নয়ন খাতে কর্মরত ছিল।

### ১০.১.৪ : তহবিল

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট-এর ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী তহবিল সম্পর্কে বলা আছে যে,
(১) ফাউন্ডেশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং সেই তহবিলে জমা হইবে-(ক) ২০নং অনুচ্ছেদের অধীনে ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তরিত বায়তুল মোকাররম ও ইসলামী একাডেমির তহবিলের অর্থ; (খ) সরকারের অনুদান ও ঋণ; (গ) বাংলাদেশে সংগৃহীত ঋণ; (ঘ) সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে বিদেশী রাষ্ট্র ও সংস্থা হতে প্রাপ্ত সাহায্য ও ঋণ; (ঙ) চাঁদা ও দান; (চ) বিনিয়োগ, রয়্যালটি ও সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় এবং (ছ) ফাউন্ডেশনের অন্য সকল প্রাপ্তি।

### ১০.১.৫ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর রূপকল্প (Vision)

ইসলামিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণ।

### ১০.১.৬ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর অভিলক্ষ্য (Mission)

ইসলামী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পুস্তক প্রকাশ ও বিপনন, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং দ্বীনি দাওয়াত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

### ১০.১.৭ : ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

১। গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক সমস্যা, ইসলামের আলোকে বিজ্ঞান- প্রযুক্তি বিষয়ক, মানবকল্যাণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিক শিক্ষা, দেশীয়-আন্তর্জাতিক শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ইত্যাদি সার্বিক বিষয়ে সভা/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

২। ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে মোট ৩ হাজার ৪৮১ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ এবং ২ হাজার ২২৫ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামকে রিফ্রেসার্স কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৬৯ জন কর্মকর্তা ও ৮৮ জন কর্মচারিকে অফিস ব্যবস্থাপনা এবং ৩৭৭ জন ইমাম ও মাদ্রাসার ছাত্র/বেকার যুবককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৩। সমন্বয় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৬৪টি বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন ৭০৪টি, মহিলা অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন ১৩৫টি, পবিত্র মাহে রমযানের তাফসির মাহফিল ১ হাজার ৪৯৬টি. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ, মসজিদে-মসজিদে প্রাক খুতবা আলোচনা ৩ লক্ষ ২৯ হাজারটি এবং সেমিনার ও অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন ৫৫ হাজার ১৮০টি, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে হিফজ প্রতিযোগিতা ১ হাজার ৫৭টি, এস.এস.সি ও দাখিল পরীক্ষায় জি.পি এ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন ৬৪টি, ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনকের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন ৪৯৩টি।

৪। যাকাত বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ৬ হাজার ৩৫৩ জন দুঃস্থ ও অসহায়কে যাকাতের অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া যাকাত বোর্ড শিশু হাসপাতাল, টঙ্গী, গাজীপুর এর মাধ্যমে ২৯ হাজার গরীব রোগীদের মাঝে বিনামূল্যে ঔষধসহ চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করেছে।

৫। ৪০টি ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪১ জন রোগীকে এ্যালোপ্যাথিক এবং ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৭৬জন রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধসহ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে। টঙ্গী শিশু হাসপাতালের মাধ্যমে ২৮ হাজার ৭০৬ জন রোগীকে এ্যালোপ্যাথিক এবং ১৫ হাজার রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধসহ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৪০০টি মক্তব/নৈশ মক্তবের মাধ্যমে ২২ হাজার ২৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম চালু রয়েছে যা ডিসেম্বর ২০১৬ সালে শেষ হবে।

৬। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ঠ পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ৭ লক্ষ ৮০ হাজার শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাক প্রাথমিক, ৬ লক্ষ ৯ হাজার শিক্ষার্থীকে সহজ কুরআন শিক্ষা এবং ১৯ হাজার ২০০ জন নিরক্ষর বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে অক্ষরজ্ঞান দানসহ নৈতিকতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ৮ লক্ষ ৪০ হাজার শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাক প্রাথমিক, ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার কিশোর-কিশোরী শিক্ষার্থীকে সহজ কুরআন শিক্ষা এবং ১৯ হাজার ২০০ জন নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অক্ষরজ্ঞান দানসহ নৈতিক শিক্ষা দানের কার্যক্রম অব্যাহত আছে যা ডিসেম্বর ২০১৬ সালে শেষ হবে। এছাড়া ৫০৫টি উপজেলায় ৫০০টি মডেল ও ১ হাজার ৫৪৫টি সাধারণ রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় মসজিদের খতিব, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং বেকার যুবক ও মহিলাসহ ৭৬ হাজার ৬৬০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের (প্রথম সংশোধিত) মাধ্যমে ৫০০টি মসজিদে নতুন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও ৫০০টি আলমারী প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি পাঠাগারে ১৩ হাজার টাকা মূল্যের পুস্তক প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৫ হাজার ৪০০টি উন্নত মসজিদ পাঠাগারে ১ সেট করে বোখারী শরীফ (১০ খন্ডের) সরবরাহ করা হয়েছে।

৮। ইসলামী দাওয়াতি কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে- ৫৬৪টি।

৯। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে ৪৬৪ কপি দেশি-বিদেশি পুস্তক, ৫০ কপি পুস্তিকা, ১১,৫০৮টি দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকা ও জার্নাল সংগ্রহ করা হয়েছে । এছাড়া ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯৮৪ জনকে পাঠক সেবা প্রদান, ১৫০ জন গবেষককে গবেষণার বিষয়ে সেবা প্রদানসহ ১ হাজার ৫০০ জনকে ফটোকপি সরবরাহের সেবা প্রদান করা হয়েছে ।

১০। দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১১। ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় ট্রাস্টের সদস্যভুক্ত ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণের মধ্য থেকে প্রতি উপজেলায় ২জন করে (৪৯০X২)= ৯৮০ জন দুস্থ ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে আর্থিক সাহায্য এবং (৪৯০X২)= ৯৮০ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে বিনাসুদে ঋণ দেয়া হয়েছে;

১২। প্রকাশনা বিভাগের মাধ্যমে ৮৮টি শিরোনামে বই, অনুবাদ; সংকলন বিভাগ হতে ৭টি শিরোনামের নতুন বই; গবেষণা বিভাগ থেকে ৯টি ও ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ থেকে আল কোরাআন বিশ্বকোষের ৪টি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক "সবুজ পাতা" "অগ্রপথিক" শিরোনামের ২টি মাসিক পত্রিকার ১২টি সংখ্যা, গবেষণা বিভাগ কর্তৃক ত্রৈমাসিক গবেষণা ধর্মী জার্নাল "ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা"-এর ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

১৩। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অত্যাধুনিক প্রিটিং প্রেসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ইসলামি পুস্তক মুদ্রণসহ অন্যান্য মুদ্রণের কাজও করা হয়েছে ;

১৪। ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর আইসিটি বিভাগের ডিজিটাল আর্কাইভস ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ ডিজিটাল স্টুডিওর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ডিজিটাল স্টুডিওতে ২৭২টি অনুষ্ঠান ধারণ/রেকর্ডিং ও ২৭২টি অনুষ্ঠান সম্পাদনা করা হয়েছে ।

১৫। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালাল সেলের মাধ্যমে ১৬টি প্রতিষ্ঠানকে হালাল সনদ প্রদান করা হয়েছে।

## ১০.১.৮: ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের আলোকচিত্র/ছবি

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিগত ২২/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে জাতীয় খতিব সম্মেলন ও শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, জাতীয় খতিব সম্মেলন এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন।

## ১০.১.৯: সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিরসনে বাস্তবায়িত কার্যক্রম

বাংলাদেশসহ সাম্প্রতিক বিশ্বের একটি অন্যতম সমস্যা হচ্ছে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। দেশ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করছেঃ-

(ক) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে জুম্মার খুৎবায় নিয়মিত বক্তব্য প্রদান করা হচ্ছে। দেশের সকল মসজিদের ইমাম ও খতীবগণকে জাতীয় মসজিদের খুৎবার অনুসরণে জুম্মার খুৎবা প্রদানের জন্য আহবান করা হয়েছে।

(খ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর বিভাগ এবং জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী মনিটরিং কমিটির উদ্যোগে নিয়মিত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণার জন্য ইমাম, খতীব, আলেম, ওলামাদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা, পথর‍্যালি, সেমিনার এবং সমাবেশের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(গ) ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির অধীনে ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ইমামগণকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

(ঘ) দেশব্যাপী সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিরসনে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার-প্রসারে ইসলামী দাওয়াতী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর আওতাধীন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শিক্ষক ও কেয়ারটেকারদের নিয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, প্রাক-খুতবা পর্যালোচনা ও দাওয়াতী মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং দাওয়াতী মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপবিষ্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ.হ.ম মুস্তফা কামাল, এফ.সি.এ।

ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দ্বীনি দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রসারে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাথে সম্পৃক্ত আলেমগণকে "কর্পোরেট মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়ন কৌশল নির্ধারণ বিষয়ক" এক মতবিনিময় সভা ৪ আগস্ট ২০১৫ তারিখে আগারগাঁওস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সম্মানিত খতীবগণের ভূমিকা ও মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শিক্ষকদের নিয়ে দিনব্যাপী দাওয়াতী মাহফিল ও খতিব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন এ্যাডভোকেট ফজলে রাববী মিয়া এম.পি, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার। উক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আলহাজ অধ্যক্ষ মতিউর রহমান।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে গত ১৫/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখে দেশব্যাপী কোরআনখানি, দোয়া মাহফিল, শিশু-কিশোরদের হিফজ ও রচনা প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম শীর্ষক আলোচনা সভা এবং দাওয়াতভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং খতীব সম্মেলন ২০১৬-এ ভাষণরত প্রধান অতিথি জনাব আনিসুল হক, মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪০তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে ''বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম'' শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুব উল আলম হানিফ, এম.পি।

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখে "ইসলামের অপব্যাখ্যা রোধ, দ্বীনি দাওয়াত, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও শরীয়াহ কোড প্রণয়নের আবশ্যকতা" শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা আগারগাঁওস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন সভাকক্ষে আয়োজন করা হয়।

তুরস্কের প্রেসিডেন্সি অব রিলিজিয়াস এ্যাফের্য়াস-এর প্রতিনিধি দলের সাথে দেশবরেণ্য আলেম-ওলামাগণের এক মতবিনিময় সভা আগারগাঁওস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন সভাকক্ষে আয়োজন করা হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব বজলুল হক হারুন এম.পি, সভাপতি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

### ১০.১.১০: তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর

**নাম ও পদবীঃ মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, জনসংযোগ কর্মকর্তা**

কর্মস্থলের ঠিকানাঃ জনসংযোগ শাখা, আইসিটি বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

ফ্যাক্স নম্বরঃ ৮১৮১৩৪০ (অফিস), ফোন নম্বরঃ ৮১৮১৩৪০ (অফিস)

মোবাইল নম্বরঃ ০১৭২০০৪০৪৩২, ই-মেইল নম্বরঃ nizamshaheed@gmail.com

### ১০.১.১১: তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রদত্ত তথ্যের সংখ্যা

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে তথ্য পাওয়ার জন্য কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি। প্রেক্ষিতে কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি।

## ১০.২: বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়

### ১০.২.১: বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন পরিচিতি

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন একটি ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ এ্যাক্টের বলে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। প্রথমে রাইটার্স বিল্ডিং, ১১৬ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতায় এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ওয়াক্‌ফ পি-১১৮, মদন স্ট্রিট, কলিকাতা, ৬/২, মদন স্ট্রিট, কলিকাতা, ২, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা এ স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সালের পর ১৫, বি, কে গাঙ্গলি লেন, ঢাকা-২, আমিনবাগ, ঢাকা-১৭ এবং ৩৭, নবাব কাটারা (নিমতলী), ঢাকা-২ এ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়। সর্বশেষ ২০০৭ সালে ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০ বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের নিজস্ব ভবনে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়।

বর্তমানে ভবনটি উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য ১৬,২৯,৪০,০০০/- (ষোল কোটি উনত্রিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ৩৮টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে সারা দেশের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আঞ্চলিক অফিসসমূহের মধ্যে বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে একজন সহকারী প্রশাসক এবং জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের একজন পরিদর্শক/হিসাব নিরীক্ষক ও একজন অফিস সহায়ক কর্মরত আছেন। ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য। ফলশ্রুতিতে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ সংশোধনী আইন, ২০১৩ এবং ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ প্রনয়ন করা হয়েছে। Services Delivery দ্রুত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এ কার্যালয়ের ইনোভেটিভ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

**রূপকল্প :** ওয়াক্ফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যাণ সাধন।

**অভিলক্ষ্য :** ওয়াক্ফ সম্পত্তির সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে অর্জিত আয় দ্বারা ইসলামী বিধানাবলীর আলোকে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

### ১০.২.২: ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলী

- ওয়াক্ফ সম্পত্তি তালিকাভুক্তিকরণ : ২৯৬টি ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
- ওয়াক্ফ এস্টেটের কমিটি গঠন : ৩১১টি ওয়াক্ফ এস্টেটের কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- মোতাওয়াল্লী নিয়োগ : ৩১৫টি ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয়েছে।
- ওয়াক্ফ সম্পত্তির অডিট : ২৩১০ টি ওয়াক্ফ এস্টেট অডিট করা হয়েছে।
- ওয়াক্ফ এস্টেটের প্রকৃত আয়ের ৫% হারে চাঁদা আদায়করণ : ৬,৫৩,২২,২৪৮/- টাকা ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় করা হয়েছে।
- অবৈধ দখলদারদের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে উচ্ছেদের পদক্ষেপ গ্রহণ : ৪০টি ওয়াক্ফ এস্টেটের অবৈধ দখলদারদের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে উচ্ছেদের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ওয়াক্ফ সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধন : ৪৮টি ওয়াক্ফ এস্টেটের ওয়াক্ফ সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধি : ০৬টি ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তির উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- অভ্যর্থনা (Help) ডেস্ক চালু করা হয়েছে।
- কার্যালয়ের ভিতরে ও বাহিরে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- প্রতিটি করিডোর ফুলের টব দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে।
- কার্যালয়ের নিরাপত্তায় সার্বক্ষণিকভাবে আনসার নিয়োগ করা হয়েছে।
- ওয়াক্ফ ভবনটি সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা দ্বারা মনিটরিং করা হচ্ছে।
- কার্যালয়ের সকল শাখায় কম্পিউটারসহ ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- www.waqf.gov.bd ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের সেবা সহজলভ্য করা হয়েছে।
- সেবা প্রদানের কার্যক্রমকে বেগবান করতে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ দ্রুতকরণের জন্য ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে waqf.gov.bd@gmail.com নামে একটি ই-মেইল আইডি খোলা হয়েছে।
- গ্রাহকসেবা দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য ইনোভেটিভ টিমের মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপস ধারণা উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এর আইনে রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- তিন ধাপে প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে ৬০ জন ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

### ১০.২.৩: গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ওয়াক্ফ প্রশাসনের সকল কর্মকান্ড ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, আধুনিকীকরণ ও কম্পিউটারায়ন শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

### বিদেশী প্রতিনিধি দল কর্তৃক ওয়াক্ফ প্রশাসন অফিস পরিদর্শন ঃ

২০১৫ সালে চায়না ইসলামিক এসোসিয়েশন ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় পরিদর্শন করেন।
ওয়াক্ফ প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি-২০১৬ গঠন করা হয়।
ওয়াক্ফ প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পরিদর্শক/হিসাব নিরীক্ষকগণের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

### ১০.২.৪ : তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রদত্ত তথ্যের সংখ্যা ঃ

### তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা:

মোঃ মোতাহার হোসেন খান, সহকারী প্রশাসক, বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনের কার্যালয়, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।
মোবাইল নম্বর: ০১৭১৫-০১৭১২৫
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রদত্ত তথ্যের সংখ্যা- ১৩টি

ইরানের প্রতিনিধি দলের সাথে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

## ১০.৩: হজ অফিস, ঢাকা

### ১০.৩.১: হজ অফিসের পরিচিতি

১৯৫১ সালে চট্টগ্রামস্থ পাহাড়তলীতে পোর্ট হজ অফিস স্থাপন করা হয়। শুরুতেই পোর্ট হজ অফিসটি পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ রিলেশনস্ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে কালক্রমে ১০টি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়ে সর্বশেষ ১৯৮০ সনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়। ১৯৮৪ সন পর্যন্ত চট্টগ্রামে সমুদ্রপথে এবং ঢাকায় অস্থায়ী হজক্যাম্প স্থাপন করে আকাশপথে হজযাত্রী প্রেরণ করা হয়। ১৯৮৬ সালে পোর্ট হজ অফিসের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'হজ অফিস' নামকরণ করা হয়। ১৯৮৯ সালে হজ অফিস চট্টগ্রাম হতে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ঢাকায় স্থায়ী হজক্যাম্প না থাকায় হজ অফিসটি ১৯৮৯ হতে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ঢাকার মিরপুর এবং নবাবকাটারায় ভাড়া করা বাড়িতে অবস্থিত ছিল। ঐ সময়ে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে অস্থায়ী হজক্যাম্প স্থাপন করে হজ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

১৯৯৭ সালে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে হজযাত্রীদের আবাসন, কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন সুবিধাসহ ঢাকার বিমানবন্দরস্থ আশকোনায় ৫ একর সম্পত্তির উপর স্থায়ী হজক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। এ হজক্যাম্পে স্থায়ী হজ অফিস, ঢাকা এর কার্যক্রম ১৯৯৮ সাল থেকে শুরু হয়। বর্তমানে এ ক্যাম্প থেকে হজ-অপারেশন চলমান রয়েছে।

**রূপকল্প (Vision):** হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।

**অভিলক্ষ্য (Mission):** তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ ও ওমরাহযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু ও গতিশীল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

## ১০.৩.২: ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

(ক) সারা বছরব্যাপী হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধনসহ যে কোন ধরনের তথ্য সরবরাহ করার জন্য ২০১৬ সালে হজ কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং ওয়েব চ্যাট, স্কাইপি, ই-মেইল ও সাপোর্ট টিকেট এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে বিধায় এতে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার অবসান হয়েছে। কাজের সুষ্ঠু ধারা তৈরি হয়েছে। হাজযাত্রীগণ তাদের যেকোনো সময় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা কার্যালয় এবং হজ অফিস, ঢাকা আশকোনায় প্রাক-নিবন্ধন করতে পারছেন এবং হজ সম্পর্কিত যে কোন তথ্য হজযাত্রী ও সাধারণ জনগণ খুব সহজে জানতে পারছেন।

(খ) হজ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কার্যক্রম ডিজিটাল হওয়ার কারণে হজের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে হজযাত্রীগণ খুব সহজেই জানতে পারছেন। ব্যাংকে টাকা জমা নিশ্চিতকরণ এবং ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় বিধায় হজ যাত্রীদের প্রতারিত হওয়ার হার অনেক কমে এসেছে। এতে হজ কার্যক্রম হজযাত্রীদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে।

(গ) হজযাত্রীগণ অনলাইনে আগাম তথ্যাদি অবহিত হয়ে তার প্রস্তুতি গ্রহণসহ যাত্রার তারিখ, ফ্লাইটের সময়, হজক্যাম্প এবং বিমানবন্দরে রিপোর্ট করতে পারছেন। হজযাত্রীগণ হজক্যাম্পে না এসে সহজেই তারা তাদের রিপোর্টিং তারিখ সম্পর্কে জানতে পারছেন। তারা সঠিক সময়ে উপস্থিত হয়ে কোন ঝামেলা ছাড়াই রিপোর্টিং করতে পারছেন এতে রিপোর্ট করার সময় অতিরিক্ত ভিড়ের অবসান হয়েছে।

(ঘ) হজ এজেন্সির মোনাজ্জেম, গাইডসহ হজযাত্রীর তথ্য অনলাইনে এবং একই সঙ্গে মোবাইলে মেসেজ পাওয়ায় প্রতারণা ও হয়রানি বন্ধ হয়েছে। এতে হজযাত্রীগণ আগে থেকেই তাদের গাইডদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছেন। নির্বাচিত গাইডদেরকে ট্রেনিং দেয়া হয় এবং ট্রেনিং শেষে গাইডদেরকে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দেয়া হয় যাতে করে তারা নিজেরাই আওতাধীন হজযাত্রীদের লিস্ট নিজেই সংগ্রহ করতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যোগাযোগ করতে পারেন। হজযাত্রী ও গাইডগণ অনলাইনে আগে থেকেই সকল তথ্য পাওয়াতে হজযাত্রীসহ গাইডগণ উপকৃত হচ্ছে।

(ঙ) সৌদি ই-হজ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সমন্বয়ের ফলে বাড়ি ভাড়া এবং অন্যান্য খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে। এতে হজযাত্রীগণ আগে থেকেই তার বাসা কোথায় হবে সে বিষয়ে জানতে পারছেন এবং যখন হজযাত্রীর ফ্লাইট নিশ্চিত করা হচ্ছে হজযাত্রীর টিকেট এবং পাসপোর্টের সাথে বাড়ি ভাড়ার তথ্য সাথে নিয়ে যেতে পারছেন, এতে বাড়িভাড়ার ক্ষেত্রে প্রতারণার অবসান হয়েছে।

(চ) মাননীয় প্রাধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজড করে হজ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক এবং যুগোপযোগী করা হয়েছে। এর স্বীকৃতি স্বরূপ সৌদি আরব ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনা প্রসংশিত হয়েছে। এতে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল হয়েছে।

(ছ) সৌদি ই-হজের সঙ্গে সমন্বয়, প্রাক-নিবন্ধন এবং অনলাইনে নিবন্ধনের মাধ্যমে অনলাইনে প্রান্তিক হজযাত্রীর সঙ্গে তথ্যের তাৎক্ষণিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা হয়েছে। যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ কার্যক্রম পরিচালনা হতে পারে এবং হজ যাত্রীদের সকল সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে।

(জ) হজ এজেন্সিদের ট্রেনিং পরিচালনা করার জন্য অনলাইন ট্রেনিং ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে ১৪৬৪টি হজ এজেন্সিকে ট্রেনিংসহ মালিক ও প্রতিনিধিদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে ।

### ১০.৩.৩: জাতীয় হজনীতি

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিতকল্পে পাঁচ বছর মেয়াদী জাতীয় হজনীতি ২০১০ খ্রি.-২০১৪ খ্রি. (১৪৩১ হি.-১৪৩৫ হি.) প্রণয়ন করা হয়। যা হজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ হজনীতি একটি সমন্বিত নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করছে। সময়ের চাহিদা পূরণকল্পে হজ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি নির্ভর কাঠামোর উপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যেই এ হজনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিগত সময়ের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য ত্রুটিসমূহ পর্যবেক্ষণপূর্বক যতদূর সম্ভব ত্রুটিমুক্ত কার্যপরিক্রমা এ হজ নীতিমালায় সন্নিবেশিত হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন হাজীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ হজব্রত পালন সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার আওতায় এসেছে অন্যদিকে প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয়েছে। গত ২৫/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদনের পর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৪ অনুমোদিত হয়।

### ১০.৩.৪: হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। www.hajj.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছে। এর ফলে অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় হজ ব্যবস্থাপনা সাফল্যের মাপকাঠিতে শীর্ষে উন্নীত হয়। এ সিস্টেমের মাধ্যমে সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনায় সকল কাজ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে হজযাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ প্রতিদিন তথ্য প্রযুক্তির সুফল ভোগ করছেন।

অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক সকল হজযাত্রীর তথ্য ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে অনলাইনে ভিসা লজমেন্ট ও হজের আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী সৌদি দূতাবাস ও মুয়াসসাসাকে প্রেরণ করা হয়। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত আইটি প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে BOT (Build Operate & Transfer) পদ্ধতিতে হজ

ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে :

- ❖ হজযাত্রী ও এ সংক্রান্ত সকল প্রকার সেবা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা হজ অফিসসহ সৌদি আরবের মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় আই.টি. হেল্পডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ❖ ঢাকা হজ ক্যাম্পে ডাটাবেইজ ও ইন্টারনেট সার্ভারসহ স্ক্যানার, প্রিন্টার ও হাইস্পিড ইন্টারনেট ব্যান্ড উইথসহ পর্যাপ্ত কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ❖ ওয়েববেইজড হজ ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়ার তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ অনলাইনে হজ যাত্রীদের আবেদন গ্রহণ করা ও আবেদনের তথ্যাবলীর ভিত্তিতে ডাটাবেইজ তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ❖ অনলাইনে সৌদি দূতাবাসের ভিসা লজমেন্ট করার সফটওয়্যার, বারকোড ট্র্যাকিং আইডি এবং এম্বারকেশন কার্ড ও প্রিন্টিং সফটওয়্যার ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ সরকারি হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট, এম্বারকেশন কার্ড প্রিন্ট ও এতদসংক্রান্ত সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ❖ হজ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য হজ এজেন্সিসমূহকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া দ্রুত করতে পুলিশের ব্যবহার উপযোগী বারকোড স্টিকার প্রস্তুত ও হজযাত্রীদের ছবিসহ ডাটাবেইজ সরবরাহ করা হয়েছে।
- ❖ ডাটাবেইজ থেকে সরকারি ও বেসরকারি হজযাত্রীদের পরিচয়পত্র তৈরি এবং মোয়াল্লেমের জন্য পারফোরেটেড শিট তৈরি করে এজেন্সিকে সরবরাহ করা হয়েছে।
- ❖ সরকারি ও বেসরকারি সকল হজযাত্রী ও তাঁদের স্বজনদেরকে মোয়াল্লেম, সংশ্লিষ্ট এজেন্সি/আবাসন এবং বিমানে যাত্রার তারিখ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ❖ সরকারি হজযাত্রীদের ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার তালিকা তৈরি ও আবাসনের বরাদ্দপত্র প্রিন্ট করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে সরবরাহ করা হয়েছে।
- ❖ সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সহজতর করতে হজযাত্রীদের আবাসন চিহ্ন সম্বলিত মক্কা, মদিনা ও মিনার ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ মক্কা এবং মিনায় আইটি হেল্পডেস্ক থেকে হজযাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ বিতরণসহ সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ হজ অফিসের চাহিদা মোতাবেক স্থির ও চলমান চিত্র ধারণ ও প্রচার করা হয়েছে।
- ❖ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিসের চাহিদা মোতাবেক MIS রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ হজযাত্রীদের মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ❖ এসএমএস ব্রডকাস্টিং এবং পুশপুল সার্ভিসের মাধ্যমে হজযাত্রী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের হজ সংক্রান্ত তথ্য জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ❖ IVR (Interactive Voice Response) সিস্টেমের মাধ্যমে হজযাত্রী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের হজ সংক্রান্ত তথ্যসেবা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- ❖ ঢাকা ও জেদ্দা বিমান বন্দরের হাজীদের আগমন ও প্রত্যাগমনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ❖ ডাটাবেইজ সার্চ ও ফটো সার্চ পদ্ধতি ব্যবহার করে ছবিসহ হজযাত্রী, মোয়াল্লেম, এজেন্সি/আবাসন তথ্য প্রিন্ট করে কন্ট্রোল রুমের সহায়তায় হজযাত্রীকে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ যেকোন হাজী/হজযাত্রীর সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সার্বক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম। অর্থাৎ হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

## ১০.৩.৫: রেকর্ড সংখ্যক হজযাত্রী

বর্তমান সরকারের আমলে হজ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান বৃদ্ধি ও শৃংখলা ফিরে আসায় হজযাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উন্নত সেবা প্রদান ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়। হজযাত্রী পরিবহণে বাংলাদেশ বিমান ও সৌদি এয়ারলাইন্স বিমান সংস্থাগুলো যথেষ্ট সচেষ্ট হয়। ২০১১ সালে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাজী পরিবহণে সুবিধা নিশ্চিতকরণ, বাড়ি ভাড়ায় শৃঙ্খলা আনয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, হাজীদেরকে জেদ্দা, মক্কা, মীনা, আরাফাহ ও মুজদালিফায় প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তদারকি করা এবং সম্মানিত হাজীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করাসহ সার্বিক বিষয়ে সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দেশে-বিদেশে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ কর্তৃক হজ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি সংসদে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে উন্নত হজ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। ২০০৬-২০১৪ সাল পর্যন্ত হজযাত্রী সংখ্যার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল ঃ

### হজযাত্রীর সংখ্যা (২০০৭-২০১৫ খ্রিঃ)

| ২০০৭ | ২০০৮ | ২০০৯ | ২০১০ | ২০১১ | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪৫,৮০১ | ৪৮,৭৬৩ | ৫৮,২২০ | ৯১,০২২ | ১,০৫,৬১৭ | ১,০৯,৯৫২ | ৮৭,১৫৬ | ১,০১,৭৫৮ | ১,০৬,৭৫৮ |

### ১০.৩.৬: তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর

জনাব মো: সাইফুল ইসলাম, পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা। মোবাইল নাম্বার- ০১৭১৫০৫৭৫৬৯

## ১০.৪: বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব

হজ ব্যবস্থাপনার মূল কাজটি সম্পাদিত হয় সৌদি আরবের মক্কা আল-মোকাররমায়। সৌদি আরবের সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব কাউন্সেলর (হজ)-এর উপর ন্যস্ত। হজ সংশ্লিষ্ট মুয়াসসাসা অফিস, মোয়াল্লেম অফিস, সৌদি হজ মন্ত্রণালয়, বাড়ি ও বাড়ির মালিক, ইউটিলিটি সার্ভিস অফিসসমূহ মক্কায় অবস্থিত। কাউন্সেলর (হজ) এর কার্যালয় (হজ অফিস) জেদ্দায় কনসুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ ভবনে থাকার ফলে কাউন্সেলর (হজ)-কে প্রতিনিয়ত জেদ্দা-মক্কা-জেদ্দা যাতায়াত করে হজের কার্যক্রম সম্পাদন করতে হতো। এতে অহেতুক সময় ও সরকারি অর্থের অপচয় হতো। এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ অফিস, জেদ্দা হতে মক্কায় স্থানান্তরিত হয়। হজ মিশন মক্কায় স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন হাজীরা তাঁদের প্রাপ্য সেবা দ্রুততম সময়ে পাচ্ছেন, অন্যদিকে বাংলাদেশ হজ অফিসেও হজ ব্যবস্থাপনা সহজতর হয়েছে।

### ১০.৪.১: বাংলাদেশ প্লাজা, জেদ্দা হজ টার্মিনাল, সৌদি আরব

বাংলাদেশের হজযাত্রীগণ সাধারণত বাংলাদেশ থেকে গমন করে সরাসরি জেদ্দা হজ টার্মিনালে অবতরণ করে থাকেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশী হজযাত্রীদের সুবিধার্থে ২০১১ সাল হতে জেদ্দা হজ টার্মিনালে একটি প্লাজা ভাড়া করেছে। এ ব্যবস্থার ফলে হজযাত্রীরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে স্বাচ্ছন্দে মক্কা ও মদিনার উদ্দেশ্যে গমন করেন। উল্লেখ্য, জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ প্রশাসনিক দলের সদস্য, হজ চিকিৎসা দলের সদস্য এবং আইটি দলের সদস্যগণ হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের উপকরণসহ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেদ্দা হজ টার্মিনালে সেবা প্রদানের মান বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জেদ্দা হজ টার্মিনালে বাংলাদেশী হাজীগণ

### ১০.৪.২: বেসরকারি হজ ও ওমরাহ এজেন্সি

বেসরকারি এজেন্সিগুলো জাতীয় হজনীতি ও সরকার ঘোষিত হজপ্যাকেজ অনুসরণ করে হজযাত্রী সংগ্রহ করে মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়া করে হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে থাকে। বেসরকারি হজ এজেন্সিগুলোর সংগঠন 'হজ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' তথা HAAB এসব এজেন্সির নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। যেসব এজেন্সি হাজীদের মক্কা-মদিনায় পাঠিয়ে প্রাপ্য সেবা প্রদান থেকে বঞ্চিত করে সেসব এজেন্সিকে তদারকী করার জন্য হজ প্রশাসনিক দল পাঠিয়ে হাজীদের সেবা ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অভিযুক্ত ও দায়ী এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, যেমন লাইসেন্স বাতিল, আর্থিক জরিমানা ও মামলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে হজ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একইসাথে HAAB এর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে হজযাত্রীদের প্রদেয় সেবার মান বৃদ্ধির জন্য মক্কা হজ অফিসে HAAB এর জন্য আলাদা অফিস ও হেল্পডেস্ক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনকারী সকল হজযাত্রীর সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হজযাত্রী ও ওমরাহযাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হজ কার্যক্রম সহজ করা ও বর্ধিত হজযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ২৪০টি ওমরাহ্ এবং ১১৭৬টি হজ লাইসেন্স প্রদান করেছে।

### ১০.৪.৩: হজযাত্রীদের আবাসন

হজ ব্যবস্থাপনায় উন্নতির অন্যতম প্রধান শর্ত হ'ল হজযাত্রীদের জন্য উন্নতমানের আবাসনের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়া করা বাড়িগুলোর বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হয়। বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে অনিয়মকে দূর করে বাড়ি ভাড়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। দূরবর্তী, পুরাতন ও পাহাড়ের উপর বাড়ি ভাড়া করার পরিবর্তে নিকটবর্তী সমতল ভূমিতে অপেক্ষাকৃত নতুন বাড়ি ভাড়া করা হয়। এছাড়া অধিক সংখ্যক বাড়ির পরিবর্তে অল্প সংখ্যক উন্নত মানের নতুন বড় বাড়ি/হোটেল ভাড়া করে হাজীদের সেবার মান বৃদ্ধি করা হয়েছে।

### ১০.৪.৪: রাজকীয় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি

হজ ব্যবস্থানায় গুণগত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হওয়ায় তা সৌদি আরবের হজ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অধীন দক্ষিণ এশীয় হাজী সেবা সংস্থা তথা মুয়াস্সাসা অফিস ২০১০ ও ২০১১ সনে হজ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হওয়ায় বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে স্বীকৃতি প্রদান করে।

হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্ক বৃদ্ধি, সৌদি সরকারের সাথে হজ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন ও হাজীদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। ফলে হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। হজযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান উন্নত হয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ সফলতা সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের পথে এক বিশাল অর্জন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যবস্থাপনায় সফলতার এ ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

## ১০.৫: হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

### ১০.৫.১: পরিচিতি

হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠির ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে ৬৮ নম্বর অধ্যাদেশবলে 'হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠিত হয়। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

### ১০.৫.২: কার্যাবলী

(ক) হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ প্রতিবিধান করা;
(খ) হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;
(গ) হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
(ঘ) এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন। সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের সুদ, দান ও অনুদান এবং ট্রাস্টিবোর্ড অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল পরিচালনা।

### ১০.৫.৩: বোর্ড অব ট্রাস্টি

ট্রাস্ট অধ্যাদেশ অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাইস-চেয়ারম্যান ও সরকার কর্তৃক মনোনীত ২০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ ট্রাস্টের সদস্য। মোট ২২জন সদস্য নিয়ে বোর্ড অব ট্রাস্টি গঠিত।

### ১০.৫.৪: প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ দিয়ে ট্রাস্টের প্রশাসনিক ব্যয়, মন্দির সংস্কার ও মেরামত এবং দুঃস্থদের বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়।

ট্রাস্টের প্রশাসনিক অফিস ১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকায় অবস্থিত। অফিস প্রশাসন ও কার্য পরিচালনার জন্য বর্তমানে ১জন সচিব, ১জন ফিল্ড অফিসার, ১জন পি,এ, ১জন হিসাবরক্ষক, ১জন সহকারী হিসাবরক্ষক কাম ক্যাশিয়ার, ১জন অফিস সহকারী, ১জন গাড়ী চালক এবং ২জন এম,এল,এস,এস, ১জন নাইট গার্ড ও ১জন ক্লিনার কর্মরত রয়েছে।

### ১০.৫.৫: তহবিল

ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ২১ কোটি টাকা । স্থায়ী আমানতের লভ্যাংশের অর্থ হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থ ব্যক্তিকে অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়ে থাকে।

### ১০.৫.৬: বিগত ৫ বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থদের মধ্যে অনুদান বিতরণ সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের বার্ষিক লভ্যাংশের (সুদ) অর্থ দ্বারা ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ৬,৩১৮টি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ৫,২৩,৮০,৬০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া এ ট্রাস্ট হতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ২২৪০ জন দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে অনুদান হিসেবে ৮৪,২৩,৫০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

**শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা বিতরণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে হিন্দুদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজায় বিতরণের জন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা প্রদান করেন। ২০০৯ সাল হতে ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৭ কোটি টাকা দেশের বিভিন্ন পূজামন্ডপে বিতরণ করা হয়েছে।

**হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়মিত কার্যক্রমঃ** প্রতি বছরে পর্বভিত্তিক আলোচনা সভার আয়োজনের সূত্রপাত ঘটে। 'রথযাত্রা' পর্বে এবং 'মহালয়া' পর্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে হিন্দুধর্মীয় পর্বভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ ১৪ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে 'মহালায়া' উপলক্ষে স্থানীয় হামদর্দ মিলনায়তনে দ্বিতীয় পর্বভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**জাতীয় এবং ধর্মীয় দিবসসমূহ উদযাপনঃ** প্রধান কার্যালয়সহ ঢাকা শহরের উল্লেখযোগ্য মন্দিরসমূহে এবং দেশের প্রায় পাঁচ হাজার প্রাক-প্রাথমিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, মহান বিজয় দিবস, জাতীয় শোকদিবস ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে। প্রয়াত মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুতে ট্রাস্টে বিশেষ শোক সভার আয়োজন করা হয়।

**জেলা পর্যায়ে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন :** প্রথমবারের মত ২০১২-১৩ অর্থবছরের সরকারি রাজস্ব বরাদ্দে জেলা পর্যায়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদৎ বার্ষিকীতে জাতীয় শোকদিবস পালন করা হয়েছে।

**জেলা পর্যায়ে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপনঃ** প্রথমবারের মত ২০১২-১৩ অর্থবছরের সরকারি রাজস্ব বরাদ্দে জেলা পর্যায়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

### ১০.৫.৭: অন্যান্য কর্মকান্ড

**ওয়েবসাইট ঃ** তথ্যপ্রযুক্তির সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে নিজস্ব ডায়নামিক ওয়েবসাইট www.hindutrust.gov.bd চালু করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকান্ড ওয়েবসাইটে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রকাশনা ঃ** ২০১২ সালের জুন মাসে প্রকাশিত ট্রাস্টের আইন ও বিধি নিয়ে ইংরেজিতে সংকলিত 'বুকলেট' ট্রাস্ট সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একই সময়ে প্রকাশিত ট্রাস্টের ব্রুশিয়ার সারাদেশে বিতরণ করা হয়েছে।

**ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি ও সনদপত্র প্রদান ঃ** দেশের হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিরূপণ ও তালিকাভুক্তির কাজ চলছে। তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি করে সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

**গীতা পাঠক মনোনয়ন ঃ** সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করার জন্যে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গীতাপাঠক মনোনয়ন প্রদান করেছে।

**হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ ঃ** বৈদেশিক দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ''মানব সম্পদ উন্নয়ন'' কার্যক্রমের আওতায় ২,৬০০ ধর্মীয় নেতাকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বিষয়ে এবং ''নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় ৩৬০ জন হিন্দু ধর্মীয় নেতাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা আইনের খসড়া উপস্থাপন ঃ** হিন্দু সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের দাবি ও চাহিদার প্রতি সমর্থন জানিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এ ট্রাস্ট দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা আইন এর খসড়া তৈরি করে। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে ২০১৩ সালের সরকারি ছুটির সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়। প্রতিবছর শুভ জন্মাষ্টমী ও শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক হিন্দু ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজনে এ ট্রাস্ট নির্দেশানুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা করে আসছে। এছাড়া দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, হিন্দুদের সামাজিক সমস্যা সমাধানে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করে আসছেন।

## ১০.৬: বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

**বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন**

### ১০.৬.১: পরিচিতি

বাংলাদেশের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও লালন পালন তথা বৌদ্ধ ধর্মের উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ বলে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রাস্ট অধ্যাদেশ-এর ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী ; (ক) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সর্বপ্রকার ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা, (খ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণে অর্থ সাহায্য প্রদান (গ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের পবিত্রতা রক্ষা এবং (ঘ) উপরোক্ত কার্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্য সম্পাদন করাই ট্রাস্টের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

### ১০.৬.২: স্থায়ী আমানত

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাকালে ১৯৮৪ সালে সরকার এক কোটি টাকার আমানত তহবিল বরাদ্দ প্রদান করে এবং উক্ত তহবিল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৭.০ কোটি টাকা।

### ১০.৬.৩: বোর্ড অব ট্রাস্টি

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল ও তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত করার জন্য বর্তমান সরকার ট্রাস্টিদের মনোনয়ন দিয়ে গতিশীল ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করে। গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৫খ্রি. জারিকৃত প্রজ্ঞাপনমূলে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করা হয় ।

### ১০.৬.৪: রূপকল্প

**ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়**

### ১০.৬.৫ অভিলক্ষ্য:

দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সংস্কার ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদযাপন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণ ।

### ১০.৬.৬: ট্রাস্টের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

বৌদ্ধ ধর্মীয় উপসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার ক্ষেত্র তৈরি, সামগ্রিক উন্নয়ন, উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই এই ট্রাস্টের প্রথম ও প্রধান কাজ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট এর কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক পটভূমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠনের পর থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান এর গতিশীল নির্দেশনা এবং মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান ও সকল সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট কার্যক্রমে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে যা দিন দিন বেগবান হচ্ছে। বর্তমানে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা সংখ্যা ৩(তিন) হাজারের অধিক এবং এর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

### ১০.৬.৭: ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী :

#### ১০.৬.১: বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/উপাসনালয় সংস্কার ও মেরামত করার জন্য অনুদান প্রদান

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/উপাসনালয়ের সংস্কার ও মেরামত এবং ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/উপসনালয়ের সংস্কার ও মেরামতের জন্য ট্রাস্ট তহবিল হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ২০ লক্ষ টাকা ১৫৫টি বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডায় বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে তৃণমূল পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ জনগণ বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে ।

#### ১০.৬.২: শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুদান প্রদান

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বরাবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান করে আসছে । ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ৭০(সত্তর) লক্ষ টাকা বিশেষ অনুদান দেশের ৪৩০টি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। এতে বৌদ্ধ সম্প্রদায় যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় উৎসবসমূহ পালন করেছে। এজন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তথা বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

#### ১০.৬.৩: অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু ও দুঃস্থদের চিকিৎসা সহায়তা (বিশেষ অনুদান) প্রদান

ট্রাস্টি বোর্ডের উদ্যোগে বাংলাদেশে যে সব অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমন ও অসহায় গৃহীদে চিকিৎসার জন্য অনুদান প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবছর অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১২ জন দুঃস্থ গৃহী ও ৬জন বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ মোট ১৮ জনকে ২ লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

### ১০.৬.৪: ধর্মীয় উৎসব উদ্যাপন

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে বৌদ্ধ জনগণের সেতু বন্ধন হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব অত্যন্ত জাকঝমকপূর্ণভাবে যথাযথ মর্যাদায় ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপন করা হচ্ছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব ''শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান'' উপলক্ষে মাসব্যাপী বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/উপাসনালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে । এ পবিত্র ধর্মীয় দিবসে বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে দেশ ও জাতির মঙ্গল ও সমৃদ্ধি তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে বাণী প্রদানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি ধর্ম বর্ণ দল, মত নির্বিশেষে জাতীয় উন্নয়নের জন্য একযোগে কাজ করার দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ''শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা'' উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ বঙ্গভবনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু, বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা' উপলক্ষে গণভবনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু, বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গণভবনের সার্বিক সহযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে এ অনুষ্ঠান সূচারুভাবে সম্পাদন করে।

### ১০.৬.৫: জাতীয় দিবস উদযাপন

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে জাতীয় দিবস ও বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ও ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভার আয়েজেন করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/উপসনালয়ে জাতির অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সকলের মঙ্গল তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনারও আয়োজন করা হয়েছে।

### ১০.৬.৬: প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বৌদ্ধ শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ''প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা'' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এ পাঁচ জেলায় ১০০টি বৌদ্ধ বিহারে ১০০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২ হাজার বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। তৃণমূল পর্যায়ে ১০০ জন বৌদ্ধ মহিলা ও পুরুষের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটা ট্রাস্টের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

### ১০.৬.৭: বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বৌদ্ধ শ্মশান এর তালিকা প্রণয়ন

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ক্যাং/চৈত্য ও বৌদ্ধ সার্বজনীন শ্মশানের হালনাগাদ সংখ্যার নিরূপন ও তালিকাভুক্তির কার্যক্রম চলছে। দেশের সকল বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ট্রাস্টের কার্যক্রমের আওতায় আনার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

### ১০.৬.৮: বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনা কার্যক্রম

বতমার্ন ট্রাস্টি বোর্ড দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত পালি-বাংলা অভিধান (১ম ও ২য় খণ্ড) এর প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই উপমহাদেশে বাংলা-পালি সাহিত্যে এটা প্রথম পালি-বাংলা অভিধান। এই অভিধানটি বাংলা-পালি সাহিত্যের গবেষক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাছাড়া শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রথমবারের মত ট্রাস্টের উদ্যোগে "সপ্তপর্ণী" নামে একটি বার্ষিকী প্রকাশ করা হয়। এবারও বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০১৬ উপলক্ষে বার্ষিকী "সপ্তপর্ণী" প্রকাশ করা হয়েছে।

### ১০.৬.৯: ওয়েব-সাইট

তথ্য প্রযুক্তির সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের "রূপকল্প-২০২১" বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অবাধ তথ্য প্রবাহ আদান প্রদানের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট (www.brwt.gov.bd) চালু করা হয়েছে। এ ওয়েবসাইটে দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকান্ডের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে। এসব তথ্য দেশ-বিদেশের লোকজনের অনেক উপকারে আসবে।

### ১০.৬.১০: বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক যে সমস্ত বৌদ্ধ বিহারের মেরামত ও সংস্কার করার জন্য বার্ষিক অনুদান মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে সে সমস্ত বৌদ্ধ বিহারসমূহের মেরামত/সংস্কার কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে অবলোকন করার জন্য সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানসহ অন্যান্য জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন।

### ১০.৬.১১: অন্যান্য কার্যক্রম

আইন শৃংঙ্খলা রক্ষা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব ও সক্রিয় নির্দেশনায় এবং ট্রাস্টের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঠিক পরিচালনায় এবং ট্রাস্টের সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান ও সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতায় বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

### ১০.৬.১২: তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম

মি.সুখময় চাকমা, আইটি সহকারী, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, অতিশ দীপংকর সড়ক, বাসাবো, ঢাকা। মোবাঃ ০১৭১১১৪৮২১৪.

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে তথ্য প্রদানের সংখ্যা = ১১৫ (মৌখিক-ফোনে ও এসএমএস ও ই-মেইলে)

## ১০.৭: খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

### ১০.৭.১: খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সম্পর্কিত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

**খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা:** ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয় অধ্যাদেশ জারির ২৬ বৎসর পর বর্তমান সরকারের বিগত মেয়াদে ৫ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে বহু প্রত্যাশিত খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। এটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন একটি সংস্থা যা পরিচালনার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, ভাইস-চেয়ারম্যান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট প্রমোদ মানকিন, এমপি, ট্রাস্টি জনাব হিউবার্ট গমেজ, মিসেস রীনা দাস, জনাব জেমস সুব্রত হাজরা, জনাব উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার এবং ট্রাস্টি ও সচিব জনাব নির্মল রোজারিও। উল্লেখ্য যে, ভাইস-চেয়ারম্যান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট প্রমোদ মানকিন, এমপি ১১ মে ২০১৬ সালে পরলোকগমন করেছেন। ট্রাস্টি বোর্ড পুনঃগঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

### ১০.৭.২: তহবিল সংক্রান্ত

সরকার ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ কোটি টাকার Endowment তহবিল ছাড়পূর্বক ট্রাস্টের নামে একটি স্থায়ী আমানত করেছে। স্থায়ী আমানতের সুদ ও মন্ত্রণালয় থেকে বার্ষিক বরাদ্দের টাকায় ট্রাস্টের পরিচালনা ব্যয় নির্বাহসহ বিভিন্ন চার্চের অনুকূলে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১০ লক্ষ টাকা মন্ত্রণালয়ের বাজেট থেকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

### ১০.৭.৩: অফিস স্থাপন ও কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত

নভেম্বর ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ট্রাস্টের জন্য ৮২ নম্বর তেজকুনী পাড়া, তেজগাও, ঢাকা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। অস্থায়ী ভিত্তিতে ৫ জন স্টাফ নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় ১১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড় ট্রাস্টের কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য প্রবিধানমালা, নিয়োগবিধি, অর্গানোগ্রাম, সরঞ্জামাদির তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে যা বর্তমানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

### ১০.৭.৪: অনুদান প্রদান

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৫৬টি চার্চকে ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মেরামত, সংস্কার, নির্মাণ, মাটি ভরাট, কবরস্থানের বাউন্ডারী নির্মাণের জন্য অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

### ১০.৭.৫: জাতীয় দিবস উদযাপন

খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও মহান বিজয় দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের স্মরণে জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।

## ১১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট

### ১১.১: অনুন্নয়ন বাজেট

**মঞ্জুরি ও বরাদ্দ দাবীসমূহ (অনুন্নয়ন) ২০১৫-১৬**

**মঞ্জুরি নং- ৩১**

**৩৫-ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

| সাংবিধানিক কোড | |
|---|---|
| ২ দায়যুক্ত অনুন্নয়ন ব্যয়: | ০ |
| ৩ অন্যান্য অনুন্নয়ন ব্যয়: | ১৭৫,৯৫,১০,০০০ |
| সর্বমোট ব্যয়: | ১৭৫,৯৫,১০,০০০ |

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

| প্রাতিষ্ঠানিক কোড | বিবরণ | বাজেট ২০১৫-১৬ | সংশোধিত ২০১৪-১৫ | বাজেট ২০১৪-১৫ |
|---|---|---|---|---|
| | **প্রশাসন** | | | |
| ৩৫০১ | সচিবালয় | ৫,০৮,৬০ | ৫,০৭,৬৫ | ০ |
| ৩৫০৫ | সায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | ১২৬,০৮,৬০ | ১১৯,০৪,৮৭ | ০ |
| ৩৫০৬ | আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ | ৪৭,৮৫ | ৩৫,১৫ | ০ |
| ৩৫১০ | হজ্জ বিষয়ক | ৪৪,৩০,০৫ | ৪২,৯২,০২ | ০ |
| | মোট-প্রশাসন : | **১৭৫,৯৫,১০** | **১৬৭,৩৯,৬৯** | ০ |
| | মোট-ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় : | **১৭৫,৯৫,১০** | **১৬৭,৩৯,৬৯** | ০ |

## ১১.২: উন্নয়ন বাজেট

### ৩৫ - ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

| | |
|---|---|
| সংযুক্ত তহবিল উন্নয়ন ব্যয় - রাজস্ব : | ২১৭,৭৫,০০,০০০ |
| সংযুক্ত তহবিল উন্নয়ন ব্যয় - মূলধন : | ৩৪,১২,০০,০০০ |
| সর্বমোট ব্যয় : | ২৫১,৮৭,০০,০০০ |

(অংকসমুহ হাজার টাকায়)

| সংস্থা | বিবরণ | বাজেট ২০১৫-১৬ | সংমোধিত ২০১৪-১৫ | বাজেট ২০১৪-১৫ |
|---|---|---|---|---|
| | বাস্তবায়নকারী সংস্থা অনুযায়ী মোট ব্যয় | | | |
| ৩৫০১ | সচিবালয় | | | |
| | সচিবালয় | ২৬,০০,০০ | ০ | ৭৩,০৭,০০ |
| | মোট - সচিবালয়: | ২৬,০০,০০ | ০ | ৭৩,০৭,০০ |
| ৩৫০৫ | **সায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান** | | | |
| | ইসলামিক ফাউন্ডেশন | ১৯১,০০,০০ | ১৯৬,৩৫,০০ | ১০৯,৯৩,০০ |
| | হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট | ৩৪,০০,০০ | ২৭,৮০,০০ | ০ |
| | বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট | ৮৪,০০ | ৬০,০০ | ০ |
| | **মোট- সায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান** | ২২৫,৮৭,০০ | ২২৪,৭৫,০০ | ১০৯,৯৩,০০ |
| | **মোট- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়:** | ২৫১,৮৭,০০ | ২২৪,৭৫,০০ | ১৮৩,০০,০০ |

## ১২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা

জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
জনসংযোগ কর্মকর্তা
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
ফোন : +৮৮-০২-৯৫৭৬৩৪৮
ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯৫১১১১৬
ই-মেইল : moragovbd@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.mora.gov.bd

## ১৩. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের নাম, পদবি, কর্মস্থল, ফোন ও ই-মেইল সেবা ও তথ্যের জন্য যোগাযোগ

| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ফোন ও ই-মেইল |
|---|---|---|---|
| ১. | অধ্যক্ষ মতিউর রহমান | মাননীয় মন্ত্রী | +৮৮-০২-৯৫৭৪০০৪<br>+৮৮-০২-৯৫১৪১২২ |
| ২. | জনাব মো: আব্দুল জলিল | ভারপ্রাপ্ত সচিব | +৮৮-০২-৯৫১৪৫৩৩ |
| ৩. | জনাব মো. ফয়েজ আহমেদ ভূঁইয়া | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) | +৮৮-০২-৯৫১২২৬০ |
| ৪. | জনাব মো: হাফিজ উদ্দিন | যুগ্মসচিব | +৮৮-০২-৯৫৭৬৩৫৪ |
| ৫. | জনাব মো: হাফিজুর রহমান | যুগ্মসচিব | +৮৮-০২-৯৫৪০১৫১ |
| ৬. | জনাব এ বিএম আমিন উল্লাহ নুরী | যুগ্মসচিব (সংস্থা) | +৮৮-০২-৯৫১২২৩৯ |
| ৭. | জনাব এ. কে.এম শহীদুল্লাহ | উপসচিব (প্রশাসন) | +৮৮-০২-৯৫১৫৫৪৩ |
| ৮. | জনাব মো. জহির আহমদ | উপসচিব (বাজেট, অডিট, হিসাব, সংস্থা ও অনুদান) | +৮৮-০২-৯৫৫৯৪৬৭ |
| ৯. | জনাব মো: শরাফত জামান | উপসচিব (হজ) | +৮৮-০২-৯৫৭৬৩৪৯ |
| ১০. | জনাব ড. মো: আবুল কালাম আজাদ | মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব) | +৮৮-০২-৯৫১৪১১০ |
| ১১. | জনাব মোহা. রুহুল আমিন | সিনিয়র সহকারী সচিব | +৮৮-০২-৯৫৪০৫৮৯ |
| ১২. | জনাব মো. আবুল হোসেন | সিনিয়র সহকারী সচিব | +৮৮-০২-৯৫৬৫০১৯ |
| ১৩. | জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন | সিনিয়র জনসংযোগ কর্মকর্তা | +৮৮-০২-৯৫৭৬৩৪৮ |
| ১৪. | জনাব মো. আব্দুল খালেক | সচিবের একান্ত সচিব (সহকারী সচিব) | +৮৮-০২-৯৫৭৪০১১ |
| ১৫. | জনাব শেখ শামছুর রহমান | সিনিয়র সহকারী প্রধান | +৮৮-০২-৯৫৭৭২৩৭ |
| ১৬. | জনাব মো: আহসান হাবীব | সহকারী সচিব | +৮৮-০২-৯৫৪৫৩০৭ |
| ১৭. | জনাব মো: মোস্তফা কাইয়ুম | সহকারী সচিব | +৮৮-০২-৯৫৪০১৪৭ |
| ১৮. | বেগম হাসিনা শিরীন | সহকারী সচিব | +৮৮-০২-৯৫৪০১৬৪ |
| ১৯. | জনাব খালেদা বেগম | সহকারী সচিব | +৮৮-০২-৯৫৪০১৬৩ |
| ২০. | জনাব এস. এম. মনিরুজ্জামান | সহকারী সচিব | +৮৮-০২-৯৫৮৫২০০ |
| ২১. | জনাব মো. শহিদুল্লাহ তালুকদার | সহকারী সচিব | +৮৮-০২-৯৫১৪১১০ |
| ২২. | জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান | সহকারী প্রোগ্রামার | +৮৮-০২-৯৫৪০১৬৫ |
| ২৩. | জনাব মোঃ ইমামুল হক | সহকারী প্রোগ্রামার | +৮৮-০২-৯৫৪০১৬৫ |
| ২৪. | জনাব দেওয়ান মহর আলী | হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | +৮৮-০২-৯৫৪০৬০৪ |

## আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

| ক্র. নং | প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নাম | পদবি | প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা | ফোন ও ই-মেইল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | জনাব সামীম মোহাম্মদ আফজাল | মহাপরিচালক | ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। | ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৫১৬<br>ই-মেইল: dg_if@yahoo.com |
| ২ | জনাব মো: শহীদুল হক | ওয়াক্ফ প্রশাসক (অতিরিক্ত সচিব) | বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়, ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা। | ফোন: +৮৮-০২-৪৯৩৫৭৬৮২<br>ই-মেইল: waqf.gov.bd@gmail.com |
| ৩ | জনাব মো: সাইফুল ইসলাম | পরিচালক (হজ অফিস) | হজ অফিস, ঢাকা, হজ ক্যাম্প, আশকোণা, উত্তরা, ঢাকা। | ফোন: +৮৮-০২-৮৯৫৮৪৬২<br>ই-মেইল: hajjofficeashkona@gmail.com |
| ৪ | জনাব রঞ্জিৎ কুমার দাস | সচিব (যুগ্মসচিব) | হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ১/আই পরিবাগ, রমনা, ঢাকা। | ফোন: +৮৮-০২-৯৬৭৭৪৪৯<br>ই-মেইল: hindutrustbd@ymail.com |
| ৫ | জনাব জয়দত্ত বড়ুয়া | সচিব | বৌদ্ধ মন্দির, অতীশ দীপংকর সড়ক, সবুজবাগ, বাসাবো, ঢাকা। | ফোন: +৮৮-০২-৭২৭২৬৪৭<br>ই-মেইল: brwt2010@gmail.com |
| ৬ | জনাব নির্মল রোজারিও | সচিব | খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮২ তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা। | ফোন: +৮৮-০২-৯১৩৯৯০১<br>ই-মেইল: crwt09@yahoo.com |

## ১৪. উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের আলোকচিত্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪১ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও জাতীয় খতীব সম্মেলন

২০১৭ খ্রি. (১৪৩৮হিজরী) সালে রাজকীয় সৌদি সরকার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি সম্পাদন

হজ বিষয়ক সমন্বয় সভা

মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভা

মন্ত্রণালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে ইরানের হজ মন্ত্রীর মতবিনিময় সভা

পবিত্র কাবা শরীফে মুসল্লীদের একাংশ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সচিবালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সচিবালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সচিবালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সাথে সচিব মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সাথে মতবিনিময় সভা

আমেরিকান প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় সভা

আমেরিকান প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় সভা

দক্ষিণ এশীয় হাজী সেবা সংস্থার সাথে মতবিনিময়

রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক ৫০০০ কোরআন বিতরণ অনুষ্ঠান

রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক ৫০০০ কোরআন বিতরণ অনুষ্ঠান

আরটিআই বিষয়ক প্রশিক্ষণ

হজযাত্রীদের প্রাক্-নিবন্ধন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

প্রাক্-নিবন্ধন সিস্টেম ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ

প্রাক্-নিবন্ধন সিস্টেম ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ

## ১৫. সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা

| | |
|---|---|
| ACR | Annual Confidential Report |
| APA | Annual Performance Agreement |
| DPC | Departmental Promotion Committee |
| GRS | Grievance Redress System |
| HAAB | Hajj Agencies Association of Bangladesh |
| IIFA | International Islamic Fiqah Academy |
| ISF | Islamic Solidarity Fund |
| MDG | Millennium Development Goals |
| MIS | Management Information System |
| MoU | Memorandum of Understanding |
| NID | National Identification |
| SDG | Sustainable Development Goals |
| TIN | Tax Identification Number |